ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-351 ■ 21 September, 2026 ■ আগরতলা ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ৩ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন

## উত্তর জেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার, চলছে যৌথবাহিনীর টহল

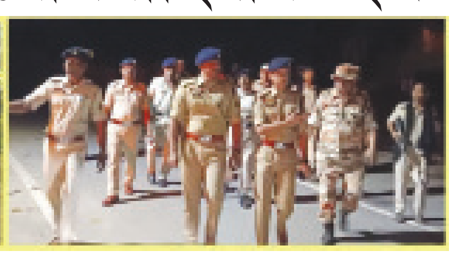

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।।** আসন্ন ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরা জেলা জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে প্রশাসন। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) এবং ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এর যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে ব্যাপক এলাকা টহল ও 'এরিয়া ডমিনেশন' অভিযান।

উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা বাড়ানো এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাই এই অভিযানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জেলার প্রতিটি এলাকায় যাতে ভোটাররা নির্ভয়ে ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বাহিনী তৎপর রয়েছে।

জেলার বিভিন্ন স্পর্শকাতর ও ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিয়মিত রুট মার্চ করা হচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকা এবং জেলার প্রবেশপথগুলিতে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়ে চলছে কড়া নজরদারি ও যানবাহনে তল্লাশি। সন্দেহজনক গতিবিধি রুখতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত টহল দিচ্ছেন।

জেলা প্রশাসন ও নিরাপত্তা সূত্রে জানানো হয়েছে, ভোটারদের মধ্যে যাতে কোনো ধরনের ভয়-ভীতি বা নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয়, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ইলেকশন ডিউটি ভোটের দিনক্ষণে আংশিক পরিবর্তন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।।** আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে ইলেকশন ডিউটিতে থাকা ভোটারদের ভোটগ্রহণের দিনক্ষণে আংশিক পরিবর্তন করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সংশোধিত সূচি অনুযায়ী, মোট ৫২টি ব্লকের মধ্যে ৩৮টি ব্লকে ইলেকশন ডিউটি ভোট গ্রহণ করা হবে আগামী ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর।

অন্যদিকে, ছয়টি ব্লকে ইলেকশন ডিউটিতে থাকা ভোটারদের ভোটগ্রহণ হবে ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর। এই ছয়টি ব্লক হলকরবুক, রূপাইছড়ি, অমরপুর, অম্পি, মাতাবাড়ি এবং ডম্বুরনগর। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সংশোধিত সূচি অনুযায়ী, নির্বাচন পরিচালনার কাজে নিযুক্ত ভোটারদের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই সংশ্লিষ্ট ব্লকগুলিতে ভোটগ্রহণের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এদিকে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা সবকটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ায় আটটি ব্লকে ইলেকশন ডিউটি ভোটগ্রহণের প্রয়োজন হচ্ছে না। এই ব্লকগুলি হলচড়িলাম, নলছড়, ডুকলি, বেলবাড়ি, ওল্ড আগরতলা, জিরানিয়া, হেজামারা এবং লেফুঙ্গা।

ফলে সংশোধিত সূচি অনুযায়ী, নির্ধারিত ব্লকগুলিতে ইলেকশন ডিউটি ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করার পর মূল ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের প্রস্তুতি আরও জোরদার করবে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন।

## শাহের প্ররোচনায় ভোটার ছাঁটাই এসআইআর নিয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ

**নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস) ।।** চলমান ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-এর মাধ্যমে বড় সংখ্যায় ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করল কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এই প্রক্রিয়াকে 'শাহ ইনস্টিগেটেড রিমুভাল' বলে অভিহিত করে দাবি করেছেন, এটি সংবিধানের উপর আঘাত।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এসআইআর-এর তৃতীয় পর্যায়ে ১৬টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পর্যায়ে ৩৬.৭৩ কোটিরও বেশি ভোটারের বাড়ি-বাড়ি যাচাইয়ের জন্য ৩.৯৪ লক্ষের বেশি বুথ লেভেল অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

জয়রাম রমেশের দাবি, তৃতীয় পর্যায়ের আওতায় থাকা ভোটারদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের নাম ইতিমধ্যেই বাদ পড়েছে অথবা বাদ পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। তাঁর দাবি, ১২টি রাজ্য ও দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৩৬.০৬ কোটি ভোটারের মধ্যে ৬.১৮ কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং আরও ৫.৪৩ কোটি ভোটারকে নাম বহাল রাখার জন্য অতিরিক্ত নথি জমা দেওয়ার নোটিস দেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, প্রথম দুই পর্যায়ের এসআইআর-এও ৭.৮ কোটি নাম বাদ পড়েছে। তবে এই পরিসংখ্যানগুলি কংগ্রেসের দেওয়া হিসাব; নির্বাচন কমিশন এসআইআর-এর উদ্দেশ্য হিসেবে যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকা থেকে বাদ না দেওয়া এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত না করার কথা জানিয়েছে।

রমেশের বক্তব্য অনুযায়ী, দিল্লিতে বাদ পড়া বা বাদ পড়ার ঝুঁকিতে থাকা ভোটারের সম্মিলিত হার ৫৩.৭৩ শতাংশ, চণ্ডীগড়ে ৫২.৫৮ শতাংশ, তেলঙ্গানায় ৪৮.৯০ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ৩৯.৫৭ শতাংশ এবং হরিয়ানায় ৩৭.৫ শতাংশ। উত্তরাখণ্ড, মেঘালয়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন হার উল্লেখ করেন তিনি।

কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, এই প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষের উপর তুলনামূলক বেশি প্রভাব পড়তে পারে। অধিকাংশ বড় রাজ্যে পুরুষের তুলনায় বেশি মহিলার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। রমেশ নির্বাচন কমিশনের কাছে সম্ভাব্যভাবে বাদ পড়তে পারেন এমন ভোটারদের তালিকা সব রাজ্যে প্রকাশ করার দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ, নাগরিকদের উপর নিজেদের ভোটার হিসেবে যোগ্যতা প্রমাণের অতিরিক্ত দায় চাপানো হচ্ছে এবং এমন নথিও চাওয়া হচ্ছে, যা অনেক নাগরিকের কাছে নাও থাকতে পারে।

অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এসআইআর একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া, যেখানে ভোটার, রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন আধিকারিকরা যুক্ত থাকবেন। তৃতীয় পর্যায়ে বিএলও-দের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলির নিযুক্ত বুথ লেভেল এজেন্টদেরও প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।

এসআইআর-এর আওতায় রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আইনের কানমলা খেয়েই নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছে সরকার ঃ জিতেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।।** আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে সাব্রুম মহকুমার পূর্ব সাব্রুম ও রতন মুনি ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় বাম প্রার্থীদের সমর্থনে পৃথক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি অভিযোগ করেন, দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন আটকে রাখা হয়েছিল। তাঁর দাবি, শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশের পরই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, "আক্ষরিক অর্থে বিজেপির ভোট চাওয়ার কোনও অধিকার নেই।" তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন না হওয়ায় গ্রামীণ এলাকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যাহত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আদালতের নির্দেশের পর কার্যত আইনের কানমলা খেয়েই রাজ্য সরকার এই নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও মানুষের স্বার্থের বিষয়গুলিও উঠে আসে। সভা থেকে আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান বিরোধী দলনেতা। গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে বাম প্রার্থীদের জয়ী করার আবেদন জানান তিনি। সভায় বামফ্রন্টের স্থানীয় নেতৃত্ব, প্রার্থী ও কর্মী-সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে এলাকায় দলীয় প্রচার ও জনসংযোগ কর্মসূচি আরও জোরদার করার বার্তা দেওয়া হয়।

## যৌথ প্রচারের কৌশল নিয়ে মথার সঙ্গে বৈঠক বিদ্যুৎমন্ত্রীর

সরাসরি জনসংযোগে জোর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।।** আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে জোটসঙ্গীদের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এনডিএ-র শরিক দলগুলি স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে যৌথ প্রচার এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা সম্মিলিতভাবে মোকাবিলার বিষয়ে আলোচনা করেছে।

রবিবার স্টেট গেস্ট হাউসে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এনডিএ জোটসঙ্গী তিপ্রা মথা পার্টির সাথে তৃতীয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

বৈঠকে স্থানীয় স্তরে কোথায় এবং কীভাবে জোটসঙ্গীরা যৌথভাবে প্রচার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ৪০ লাখ টাকা সহ আটক ৫

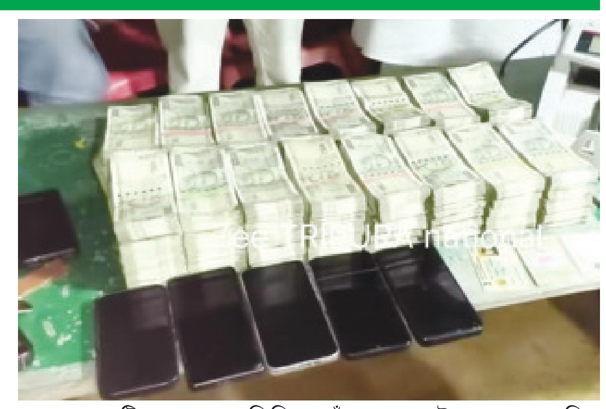

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।।** পুলিশের নাকা চেকিং চলাকালীন সন্দেহভাজন একটি বোলেরো গাড়ি থেকে নগদ ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে কমলপুর মহকুমার দুর্গা চৌমুহনী এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কমলপুর ট্রাফিক ইনচার্জ পঙ্কজ দেবনাথ এবং কমলপুর থানার অফিসার ইনচার্জ সুমন আচার্যের যৌথ নেতৃত্বে দুর্গা চৌমুহনী এলাকায় নাকা চেকিং চলছিল। সেই সময় ধর্মনগর থেকে আগরতলাগামী একটি বেসরকারি বোলেরো গাড়ি, যার নম্বর টিআর ০১ও সিডি ও০৬৯২, সন্দেহ হওয়ায় সেটিকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়।

তল্লাশির সময় গাড়ির ভিতর থেকে নগদ ৪০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় গাড়িতে থাকা পাঁচজনকে আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিদের বয়স ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা দাবি করেন, উদ্ধার হওয়া টাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উনকোটি জেলা বার অ্যাসোর নির্বাচন

## ভোটার তালিকা থেকে ১১ জন আইনজীবীর নাম বাদ, উঠছে প্রশ্ন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ সেপ্টেম্বর ।।** ঊনকোটি জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে ভোটার তালিকা, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং কয়েকজন আইনজীবীর নাম বাদ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আইনজীবীদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভোটার তালিকায় সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৮ জন। পরবর্তীতে প্রকাশিত তালিকায় সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৬৭ জনে। ফলে ১১ জন আইনজীবীর নাম কেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এই বিষয়গুলি নিয়ে ঊনকোটি জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিজেপির ল অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের ঊনকোটি জেলা কনভেনর আইনজীবী সন্দীপ দেবরায়। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী কঙ্কন দেবত্রাতা, সুনির্মল দেব-সহ অন্যান্যরা।

সাংবাদিক বৈঠকে সন্দীপ দেবরায় দাবি করেন, সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমে ঊনকোটি জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন সঠিক নয়। ওই প্রতিবেদনে বাম-কংগ্রেস সমর্থিত প্যানেল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে এবং বিজেপি লিগ্যাল সেল প্রার্থী দিতে পারেনি বলে উল্লেখ করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, বার অ্যাসোসিয়েশন কোনও রাজনৈতিক দলের সংগঠন নয়। আইনজীবীদের ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতে পারে, কিন্তু বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনকে সরাসরি রাজনৈতিক দলের নির্বাচন হিসেবে চিহ্নিত করা ঠিক নয়।

সাংবাদিক বৈঠকে ভোটার তালিকা নিয়েই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ডুম্বুর জলাশয় থেকে উদ্ধার নিখোঁজ স্বাস্থ্যকর্মীর মৃতদেহ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।।** অবশেষে ডুম্বুর জলাশয় থেকে নিখোঁজ স্বাস্থ্যকর্মী জীবন চৌধুরীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বিশ্বকর্মা পূজার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। দীর্ঘ সময় ধরে খোঁজাখুঁজি চালিয়েও তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না।

জানা গেছে, রবিবার ভোরে ডুম্বুর জলাশয়ের জলে তাঁর মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসার পরই প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জলাশয় থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তবে কীভাবে জীবন চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিবার-পরিজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## পুর ভোট কেন্দ্রের খসড়া তালিকা দাবি ও আপত্তি গ্রহণ শেষ আজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।।** ২০ সেপ্টেম্বর ।রাজ্যে আসন্ন পুর ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রের খসড়া তালিকার উপর দাবী ও আপত্তি গ্রহণ শেষ হচ্ছে আগামীকাল ২১ সেপ্টেম্বর, সোমবার। ২৩শে সেপ্টেম্বর দাবি ও আপত্তি সমূহের নিষ্পত্তির কাজ শেষ হবে। ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর। রাজ্যে আসন্ন পুর ও নগর পঞ্চায়েত নির্বাচনে খসড়া ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৭৮৪টি। এর মধ্যে রয়েছে আগরতলা পুর নিগম, ১৩টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## এনসিসির লক্ষ্য সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ভাল নাগরিক তৈরি করা ঃ এডিজি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।।** এনসিসির মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান নয়, বরং তরুণ প্রজন্মকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। রবিবার ত্রিপুরায় এসে এমনটাই জানালেন এনসিসি''র অতিরিক্ত মহাপরিচালক তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল-এর ডিরেক্টরেট মেজর জেনারেল অনুরাগ ভিজ।

ত্রিপুরায় পৌঁছেই তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কোয়াইফাংয়ে বন্যহাতির তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত জুমচাষিরা, আতঙ্ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ।।** বন্যহাতির তাণ্ডবে জুমচাষ ও বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিতে সমস্যায় পড়েছেন জোলাইবাড়ি বিধানসভা এলাকার কোয়াইফাংয়ের অবিরাম পাড়ার জুমচাষিরা। রবিবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। এদিন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং বন দপ্তর, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। পরিদর্শনের সময় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার বিষয়েও খোঁজখবর নেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কোয়াইফাংয়ের অবিরাম পাড়ার বাসিন্দা সৈত্যমোহন ত্রিপুরা জুমচাষ শেষে ওই এলাকায় একটি প্লাম ওয়েল স্থাপন করেছিলেন। সম্প্রতি বন্যহাতির আক্রমণে প্লাম ওয়েলটির পাশাপাশি জুমচাষের জমি এবং বিভিন্ন কৃষিজ ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও হাতির তাণ্ডবে সুপারি গাছ, টং ঘরসহ বিভিন্ন গাছপালা এবং কৃষিজ ফসল নষ্ট হয়েছে বলে জানা যায়। ক্ষয়ক্ষতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা আর্থিক সমস্যার মুখে পড়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, বন্যহাতির আক্রমণে ঠিক কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও পরিবারের পাশে থাকার পাশাপাশি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। মন্ত্রী জানান, জুমচাষের পাশাপাশি হাতির আক্রমণে বিভিন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং
৩ আশ্বিন, সোমবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

# আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়িতেছে

বিশ্বজুড়িয়া আমাদের চারপাশে আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি একটি অত্যন্ত গুরুতর সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংকট। মানসিক অবসাদ, তীব্র একাকীত্ব, সামাজিক ও পারিবারিক চাপ এবং সঠিক সময়ে মানসিক সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে এই প্রবণতা দিন দিন বাড়িতেছে।আত্মহত্যা আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এক ভয়ংকর ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। ছাত্র জীবন হইতে শুরু করিয়া কর্মজীবন সর্বত্রই হতাশা দানা বাধিতেছে। চাহিদার ক্রমবর্ধমান চাপ একসময় ভয়ংকর বিপদ ডাকিয়া আনে। প্রতিযোগিতার ইদর দৌড়ে সাফল্য না আসিলে হতাশাগ্রস্থ হইয়া ছাত্ররা পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বাঁচিয়া নিতেছে। এই সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িতেছে। শুধু ছাত্ররাই নয় যুবসমাজ কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশা গ্রস্ত হইয়া আত্মহত্যার পথ বাছিয়া নিতেছে।ভারতে পড়ুয়াদের আত্মহত্যার বার্ষিক হারের বৃদ্ধি ছাপাইয়া গিয়াছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও। 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর' পরিসংখ্যান দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছে— 'পড়ুয়াদের আত্মহত্যা: ভারতে মহামারীর আকার নিয়াছে'। এই সংক্রান্ত রিপোর্টও তাহারা বার্ষিক আইসিথ্রি সম্মেলনে সামনে আনিয়াছে। একদিকে দেখা গিয়াছে, সামগ্রিক আত্মহত্যা যেখানে বছরে ২ শতাংশ হারে বাড়িয়াছে, সেখানে পড়ুয়া আত্মহত্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশ! এর মধ্যে অনেক মৃত্যুর খবরই গণচক্ষুর সামনে আসে না।২০২২ সালে মোট পড়ুয়া আত্মহত্যার ৫৩ শতাংশ ছিল পুরুষ ছাত্র। আবার ২০২১-'২২ সালের মধ্যেই পুরুষ পড়ুয়ার আত্মহত্যা কমিয়া ৬ শতাংশ। অন্যদিকে, মহিলা পড়ুয়াদের আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়াছে ৭ শতাংশ! আত্মঘাতী পড়ুয়ার এক-তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ুর। গত এক দশকে ছাত্র আত্মহত্যার হার ৫০ শতাংশ, ছাত্রী আত্মহত্যার হার বাড়িয়াছে ৬১ শতাংশ।কেন এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতি? প্রথমত, নিউক্লিয়ার পরিবারে বহু পড়ুয়াই একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবাদে বাবা-মা'র যাবতীয় মনোযোগ, আগ্রহ ও আদর-আহ্লাদের কেন্দ্রে থাকে। ফলে চাহিদা বাড়ে, উচ্চাশা তৈরি হয়। প্রতিকূলতার সামনে কীভাবে লড়িতে হয়, পারিবারিক স্নেহের ঘেরাটোপে তাহা থেকে যায় অজানা। এরপর বাস্তব জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হইয়া অনেকেই তাই খেই হারাইয়া ফেলে। বিশেষত, প্রতিযোগিতার বাজারে যখন কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসে না, তখন হতাশা সহজেই গ্রাস করে তাহাদের। অধিকন্তু, তাহারা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। চট করিয়া চরম সিদ্ধান্ত নিয়া ফেলে। ছোট থেকে নানা অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া নিয়া চলিতে শেখাটাও তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, লেখাপড়ার অতিরিক্ত চাপ অনেক সময় পড়ুয়াদের অবসাদগ্রস্ত করিয়া তোলে। তৃতীয়ত, বাবা-মায়ের কাছে এখন আর ছেলেমেয়ে আলাদা নয়। অর্থ ব্যয় করিয়া সন্তানের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা বাবা-মা চান, তাহারা দ্রুত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু সাফল্যের পাশেই যে ব্যর্থতার সম্ভাবনাও লুকাইয়া থাকে, তাহারা ভুলিয়া যান। নিজের জীবনের অপ্রাপ্তির বোঝা চালাইয়া দেন সন্তানের উপর।যাহার মূল্য সন্তানরা অনেক সময় জীবন দিয়া শোধ করে। সন্তানকে চিরতরে হারাইয়া ফেলিবার আগে তাহাদের সাফল্যের মতো তাহাদের ব্যর্থতাগুলোকেও বাবা-মায়ের ভালবাসতে শিখিতে হইবে।পাশাপাশি ওয়াকিবহাল হইতে হইবে পড়ুয়া-মনের অন্ধিসন্ধি সম্পর্কে। বুঝিতে হইবে, কোন বিষয়ে, কেন তাহাদের মনে 'ট্রমা' তৈরি হইতেছে। কেনই-বা আমরা তাহাদের 'ট্রিগার পয়েন্ট' চিনিতে ও বুঝিতে ব্যর্থ হইতেছি। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পার্শচাপ থাকিবেই। তাহা বলিয়া আত্মহননকে সমাধান-সূত্র হইতে দেওয়া যায় না।

## মরসুমে প্রথম হার আর্সেনালের! ১২৫তম বর্ষপূর্তিতে গত বারের চ্যাম্পিয়নদের হারাল ব্রাইটন, হেরেই চলেছে টটেনহ্যাম

চার ম্যাচ পর মরসুমে প্রথম হারল আর্সেনাল। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ আলবিয়নের কাছে ০-৩ গোলে হারল গত বারের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন দল। অন্য ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ২-৩ গোলে হারল টটেনহ্যাম হটস্পার। পাঁচ ম্যাচে এখনও জয়ের স্বাদ পেল না তারা।১২৫তম বর্ষপূর্তিতে নিজেদের ঘরের মাঠে আর্সেনালের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ব্রাইটন। এই ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। এই ম্যাচে নিজেদের চেনা জার্সি ছেড়ে বিশেষ জার্সি পরে নেমেছিলেন ব্রাইটনের ফুটবলারেরা। বিশেষ দিনে সমর্থকদের আনন্দ দিলেন তাঁরা।

৩১ মিনিটের মাথায় পাস্কাল গ্রস এগিয়ে দেন ব্রাইটনকে। তাঁর ডান পায়ের মাটিঘেঁষা শট পোস্টে লেগে গোলে ঢুকে যায়। আর্সেনাল বার বার চেষ্টা করলেও গোলের মুখ খুলতে পারছিল না। বিরতির ঠিক আগে আরও একটি মাটিঘেঁষা শটে গোল করেন চারালামপোস কলটৌলাস। দু'টি গোলের ক্ষেত্রেই গোলরক্ষক ডেভিড রায়ার কিছু করার ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালের খেলা বেশি ঝাঁঝ লক্ষ্য করা গেলেও কাজের কাজ করতে পারেনি তারা। ৫৭ মিনিটে কর্নার থেকে অনেকটা লাফিয়ে হেডে গোল করেন চেমা আন্দ্রেস। তাঁকে মার্ক করেননি আর্সেনালের কোনও ডিফেন্ডার। ০-৩ পিছিয়ে পড়ার পর আর্সেনালের ফেরা কঠিন ছিল। কিন্তু তারা যে একটাও গোল করতে পারবে না, তা বোঝা যায়নি। ব্রাইটনের রক্ষণ ভাঙতে পারল না গত বারের চ্যাম্পিয়ন দল।

টটেনহ্যামের দুঃস্বপ্ন শেষ হচ্ছে না। আরও একটি ম্যাচ হারতে হল তাদের। এবার ঘরের মাঠে অ্যাস্টন ভিলা ৩-২ গোলে তাদের হারাল। বিরতির ঠিক আগে জোহান মানজাম্বি এগিয়ে দেন ভিলাকে। দ্বিতীয়ার্ধে ৬৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান নিকোলাস জ্যাকসন। ৭৯ মিনিটে ৩-০ করেন এমিলিয়ানো বুয়েনদিয়া।

তিন গোলে পিছিয়ে পড়ার পরে মাঠ ছাড়তে শুরু করেন টটেনহ্যামের সমর্থকেরা। শেষ দিকে ৮৬ মিনিট ও সংযুক্তি সময়ের একেবারে শেষ মিনিটে গোল করেন যথাক্রমে কোনোর গ্যালাঘার ও পল ভ্যান হেকে। তাতে অবশ্য খেলার ফল বদলায়নি। তবে চলতি মরসুমে এই প্রথম কোনও ম্যাচে গোল করল টটেনহ্যাম।

দিনের অপর দুই খেলায় জিতেছে এভার্টন ও নিউকালস ইউনাইটেড। থিয়েরনো ব্যারির করা একমাত্র গোলে ইপসুইচ টাউনকে হারিয়েছে এভার্টন। ফর্মে থাকা হাল সিটিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে নিউক্যাসল। ৩ ও ৭ মিনিটে গোল করেন যথাক্রমে জো উইলক ও লিউস হল। সেই ধাক্কা সামলাতে পারেনি হাল সিটি। দ্বিতীয়ার্ধে আলি চো একটি গোল করলেও হারে তারা।

পাঁচ ম্যাচ পর পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আর্সেনাল। শীর্ষে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে পয়েন্ট (১২) সমান তাদের। তবে সিটি একটি ম্যাচ কম খেলেছে। আর্সেনালকে হারিয়ে তাদের ঠিক পিছনেই ব্রাইটন। ১০ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে তারা। এভার্টন ৯ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে রয়েছে। হেরে পিছিয়ে পড়েছে হাল সিটি। ৮ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে তারা। জিতে নিউক্যাসল উঠেছে আট নম্বরে। তাদেরও পয়েন্ট ৮। ইপসুইচ টাউন রয়েছে ১২ নম্বরে। তাদের পয়েন্ট ৬। টটেনহ্যামকে হারিয়ে ১৫ নম্বরে উঠেছে ভিলা। তাদের পয়েন্ট ৪। পাঁচ ম্যাচে দুই ড্র ও তিন হারের সঙ্গে ১৮ নম্বরে টটেনহ্যাম। ২ পয়েন্ট পেয়ে অবনমনের আওতায় তারা।

# প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বড় করে ভাবার শক্তি

**শ্রী অমিতাভ কান্ত**

ভারতের প্রথম "গ্রিন-ফিল্ড" শহর (সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পিত শহর) গড়ে তোলার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে মনে ছিল, তা আদৌ বাস্তবে রূপ নেবে কি না- তা নিয়ে আমি ক্রমেই আশা হারিয়ে ফেলছিলাম। সেই সময় আমি "দিল্লি-মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন" (ডিএমআইডিসি)-এর সিইও হিসেবে ভারতের শিল্প-ভিত্তিক নগরায়ণের পরবর্তী ধাপটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে ছিলাম। প্রতিটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই আমাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, এমন একটি প্রকল্পের জন্য ১৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকা নির্দিষ্ট করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও জটিল বিষয়। এরপর আমি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে গেলাম। শ্রী নরেন্দ্র মোদী তখন আমার কথা মন দিয়ে শুনলেন, পাঁচ মিনিট সময় নিয়ে ভাবলেন এবং বললেন, '১৫০ বর্গকিলোমিটার জায়গা তো খুবই কম।' তিনি আমাকে বলেছিলেন, "স্বপ্ন যদি দেখতেই হয়, তবে বড় স্বপ্নই দেখো"।

মুখ্যমন্ত্রী মোদী ৭৫০ বর্গকিলোমিটার জায়গার প্রস্তাব করেছিলেন এবং ২০০৯ সালের মধ্যে গুজরাট সরকার 'স্পেশাল ইনভেস্টমেন্ট রিজিয়ন' (এসআইআর) বা বিশেষ বিনিয়োগ অঞ্চল আইন প্রণয়ন করে। সেই সাথে 'ধোলেরা এসআইআর' ও এর মহাপরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।

সেই প্রথমবারের আলোচনাটিই আমাকে তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশাল ধারণা দিয়েছিল। তাঁর চিন্তার পরিধি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি জমিকে কোনো সীমাবদ্ধতা বা কোনো প্রকল্পকে বিচ্ছিন্ন কোনো উদ্যোগ হিসেবে দেখতেন না। বরং তিনি গুজরাট এবং কালক্রমে সমগ্র ভারতের জন্য প্রবৃদ্ধির এক নতুন চালিকাশক্তি গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন। আমার কর্মজীবনে আমি যেসব দূরদর্শী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার নেতার সংস্পর্শে এসেছি, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম এবং আজও তিনি সেই অবস্থানেই রয়েছেন।

এর কিছুকাল পরেই আমি দুটি 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট সামিট'-এ অংশ নিই এবং একটি উন্নত, গতিশীল ও বিশ্বমানের রাজ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অদম্য আগ্রহ ও নিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করি। তিনি চেয়েছিলেন গুজরাট যেন ভারতের সবচেয়ে অগ্রসর রাজ্যে পরিণত হয়; আর সেই লক্ষ্য অর্জনে তিনি অসাধারণ স্বচ্ছতা ও উদ্যমের সাথে কাজ করে গেছেন। ২০১৪ সালের মধ্যে কেন্দ্রে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে এবং শ্রী মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 'ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রমোশন' (ডিআইপিপি)- এর তৎকালীন সচিব হিসেবে, আমিই প্রথম কয়েকজন কর্মকর্তার মধ্যে একজন ছিলাম যিনি তাঁর সামনে একটি উপস্থাপনা পেশ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিশ্বব্যাংকের 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস' (ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার সহজতা)-এর তালিকায় ভারতের ১৪২তম অবস্থান দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন এবং আমাদের একটিমাত্র লক্ষ্যের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে বলেছিলেন- তা হলো, নাগরিকদের ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ভারতকে আরও সহজ, সরল ও কর্মদক্ষ করে তোলা।

এভাবেই বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরে কঠোর পরিশ্রমের সূচনা হলো। আমরা "ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপ্টসি কোড" (দেউলিয়া ও ঋণখেলাপি সংক্রান্ত আইন), "গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স" (জিএসটি) এবং সেকেলে নিয়ম-কানুন, পদ্ধতি ও আইন বাতিলের মতো বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছি। বিভিন্ন দপ্তরের মানসিকতা পরিবর্তন করা ছিল কঠিন একটি কাজ। কিন্তু আমরা অবিচল থেকেছি এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছি, কারণ খোদ প্রধানমন্ত্রী নিজে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এর ফলে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত ৭৯ ধাপ এগিয়ে যায়।

এর পরপরই আমরা প্রধানমন্ত্রীর সামনে "মেক ইন ইন্ডিয়া" কর্মসূচি নিয়ে বেশ কয়েকটি উপস্থাপনা পেশ করি। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ভারতকে যদি একটি উৎপাদনমুখী রাষ্ট্রে পরিণত হতে হয়, তবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখা অপরিহার্য। সেই বিশ্বাস থেকেই "মেক ইন ইন্ডিয়া" কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল। আজ সেই ভিশন বা লক্ষ্যটি বিভিন্ন খাতে বিশাল আকারের উৎপাদন সক্ষমতা তৈরির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে- যার মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোন (যেখানে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে) ও ইলেকট্রনিক্স থেকে শুরু করে অটোমোবাইল ও বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি), ওষুধ শিল্প, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, সোলার মডিউল, টেলিযোগাযোগ এবং প্রকৌশল পণ্য।

তরুণ ভারতীয়দের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়েও তিনি সমানভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' কর্মসূচি যখন শুরু হয়েছিল, তখন ভারতে স্বীকৃত স্টার্টআপের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫৬টি। আজ সেই সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এই কর্মসূচির উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী তরুণ উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় পুরো একটি দিন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি তাঁদের নানা ধারণা ও উদ্বেগের কথা শুনেছিলেন এবং প্রথাগত গণ্ডির বাইরে গিয়ে চিন্তা করার জন্য তাঁদের উৎসাহিত করেছিলেন। এরপর থেকেই তিনি স্টার্টআপগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা বজায় রেখেছেন। কারণ তিনি বোঝেন যে, উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার বিষয়টি মূলত তরুণ ভারতীয়দের এমন আত্মবিশ্বাস জোগানোর সঙ্গে জড়িত- যার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে, ঝুঁকি নিতে পারে এবং নিজেদের শর্ত অনুযায়ী ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে সম্ভাবনার কোনো সীমা নেই, এমনকি আকাশও নয়। তিনি প্রযুক্তিগত বিষয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণ একজন নেতা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্ত করা এবং সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রতি তাঁর আস্থার পাশাপাশি তিনি এমন নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন, যা ভারতীয় উদ্যোক্তাদের প্রবৃদ্ধির এই নতুন ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করার সুযোগ করে দেয়। তাঁর নেতৃত্বে ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, জিওস্পেশিয়াল প্রযুক্তি, ড্রোন, প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করেছে। চন্দ্রযান-৩ ও আদিত্য-এল১-এর মতো ভারতের মহাকাশ অভিযানের সাফল্যের পাশাপাশি দেশে একটি প্রাণবন্ত বেসরকারি মহাকাশ-বাণিজ্যিক পরিবেশ (ইকোসিস্টেম) গড়ে উঠেছে। একই সাথে, ভারতের 'ইন্ডিয়া-এআই মিশন' এবং 'জাতীয় কোয়ান্টাম মিশন' (ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশন) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। সেইসাথে প্রযুক্তির অগ্রসারিতে প্রতিযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, গবেষণা পরিবেশ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলছে। প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের ওপর গভীর আস্থা থাকা সত্ত্বেও, প্রধানমন্ত্রী ঐতিহ্যগত ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিষয়গুলোর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল। 'জাতীয় গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন'-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে সুস্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্ব নিশ্চিত করে যে, দেশের উন্নয়ন ও শিল্প-প্রবৃদ্ধি যেন পরিবেশ বা পৃথিবীর কোনো ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। এই উদ্যোক্তা দৃষ্টিভঙ্গি, অনেক ভারতীয়ের জন্য, ডিজিটাল পেমেন্টের জগতে ভারতের অভূতপূর্ব চাপের ফলে সম্ভব হয়েছে। এক দশক আগে, দৈনন্দিন লেনদেনগুলি এখনও নগদ এবং ক্লাঙ্কি কার্ডের দ্বারা প্রাধান্য ছিল। ডিজিটাল স্থানান্তরগুলি ধীর, ব্যয়বহুল এবং বেশিরভাগ ছোট ব্যবসায়ী এবং প্রথমবারের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের নাগালের বাইরে ছিল, যা পরিবর্তিত হয়েছে তা একটি ইচ্ছাকৃত, পুরো সিস্টেমের প্রচেষ্টা। প্রধানমন্ত্রী একটি কম নগদ অর্থনীতির জন্য চাপ দিয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রক কাঠামো শক্তিশালী করেছে। এনপিসিআই ইউপিআই ডিজাইন এবং রোল আউট; এবং ব্যাঙ্ক, ফিনটেক, টেলিকম কোম্পানী এবং বণিকরা মিলে একটি উন্মুক্ত, আন্তঃ পরিচালনাযোগ্য পেমেন্ট স্ট্যাক তৈরি করেছে। তিনি আমাদের দলকে ১০০ দিনে ১০০টি ডিজিটাল মেলা আয়োজন করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। সেই বিশাল প্রচেষ্টা ইউপিআই-এর অভূতপূর্ব বৃদ্ধির পিছনে গতি তৈরি করতে সাহায্য করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মাত্র ১.৭৮ কোটি ইউপিআই লেনদেন থেকে, সিস্টেমটি এখন বছরে ২৪,০০০ কোটিরও বেশি লেনদেন পরিচালনা করে- যা আয়তনে ১৩, ০০০ গুণ বেশি এবং মূল্যে ৪,০০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত সাত বছরে যা অর্জন করেছে তা না হলে ৫০ বছর নিতে পারত।

২০১৬ সালের মধ্যে আমি ভারতের শীর্ষস্থানীয় নীতি-নির্ধারক সংস্থা 'নীতি আয়োগ'-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। মন্ত্রিসভার একটি বৈঠকের সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাকে আলাদাভাবে ডেকে ভারতের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর উন্নয়নে কাজ শুরু করতে বলেন। তিনি চেয়েছিলেন সবার আগে সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলোর সমাধান করতে এবং উন্নয়ন যেন সমাজের একেবারে শেষ প্রান্তে থাকা মানুষটির কাছেও পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে। সেই আলোচনার সূত্র ধরেই 'অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্টস প্রোগ্রাম' বা 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি'র সূচনা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে 'রিয়েল-টাইম' বা তাৎক্ষণিক তথ্য-উপাত্ত, পরিমাপযোগ্য ফলাফল এবং তরুণ কর্মকর্তাদের সক্ষমতার ওপর প্রধানমন্ত্রীর গভীর আস্থা রয়েছে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এই জেলাগুলোর রূপান্তরই সমগ্র ভারতের রূপান্তর ঘটাবে। তিনিই 'অ্যাসপিরেশনাল' শব্দটি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন জেলাগুলোকে তাদের অভাব বা সীমাবদ্ধতার নিরিখে নয়, বরং তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আলোকেই সংজ্ঞায়িত করা হোক। ফলাফলগুলো তাঁর সহজাত ধারণাকেই সত্য বলে প্রমাণ করল। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং মৌলিক পরিকাঠামোর মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেলাগুলোর কর্মদক্ষতার উন্নতি হতে শুরু করল। বেশ কিছু সূচকে তারা দেশের সেরা পারফরম্যান্সকারী জেলাগুলোকে ছাড়িয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী নিজে এই কর্মসূচিটির ওপর নিবিড় নজর রাখতেন এবং সবসময় জোর দিতেন যেন কাজের মূল লক্ষ্য বাস্তব ও দৃশ্যমান ফলাফলের ওপর নিবদ্ধ থাকে।

তাঁর সাথে কাজ করার সুবাদে আমি যে সকল বড় শিক্ষা পেয়েছি, তারমধ্যে অন্যতম হলো ভারতের পরিকাঠামো খাতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর করা পর্যালোচনাগুলো। নীতি আয়োগের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হতো যে তারা সবসময় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেবে, বিভিন্ন মন্ত্রকের কাজের মূল্যায়ন করবে এবং বিস্তারিত উপস্থাপনা পেশ করবে। প্রধানমন্ত্রী সবসময় মনোযোগ দিয়ে কথা শুনতেন, তথ্যগুলো আত্মস্থ করতেন এবং এরপর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিস্থিতি বা পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তাঁর প্রশ্নগুলো সবসময়ই বিষয়ের মূল বা কেন্দ্রবিন্দু স্পর্শ করত। তিনি জানতে চাইতেন- কোন কারণে একটি প্রকল্প আটকে আছে, এর জন্য কারা দায়ী, তাৎক্ষণিকভাবে কী করা সম্ভব এবং ভবিষ্যতে বা অন্য কোনো স্থানে কীভাবে একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যেতে পারে।

"প্রগতি" প্ল্যাটফর্মে মুখ্য সচিবদের সাথে ভার্চুয়াল পর্যালোচনা এবং "পিএম গতি শক্তি"-র আওতায় সমন্বিত ও তথ্য-ভিত্তিক পরিকাঠামো ব্যবস্থার ফলে প্রকল্পগুলোর অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত হয়েছে, জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন হয়েছে এবং কোনো সমস্যা প্রকৃত সংকটে রূপ নেওয়ার আগেই সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। "প্রোডাকশন-লিঙ্কড ইনসেনটিভ" (পিএলআই) বা উৎপাদন-ভিত্তিক প্রণোদনা প্রকল্পের সাথে এই উদ্যোগের সমন্বয়ে ভারত তার পরিকাঠামো ও উৎপাদন সক্ষমতার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে।

দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সামনে বিভিন্ন বিষয়ে উপস্থাপনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে- সম্ভবত অন্য যেকোনো কর্মকর্তার তুলনায় আমিই তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশিবার এমন উপস্থাপনা করেছি। প্রতিটি সাক্ষাতেই আমি তাঁর মধ্যে একইসাথে গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক একাগ্রতা, শৃঙ্খলাবোধ ও অদম্য কৌতূহলের এক অনন্য সমন্বয় দেখেছি। পাশাপাশি এমন একটি বিষয়ও আমি লক্ষ্য করেছি, যা নিয়ে সচরাচর খুব একটা আলোচনা হয় না; আর তা হলো- প্রধানমন্ত্রী একজন অসাধারণ শ্রোতা। তিনি কাউকে চুপ করিয়ে না দিয়েই পুরো আলোচনার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে পারেন। কোনো বৈঠকে নিজের মতামত জানানোর আগে তিনি অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে আত্মস্থ করে নেন। ভারতের জি-২০ শেরপা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আমিও তাঁর সেই অভ্যাসটিই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি- অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে কথা বলার আগে বৈঠকের অধিকাংশ সময়জুড়ে অন্যদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনেছি।

নীতি আয়োগ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার পরিবর্তে, তিনি আমাকে ভারতের জি-২০ শেরপা-র দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। এর মাধ্যমেই আমি আমার কর্মজীবনের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং দায়িত্বটির মুখোমুখি হই। সেই সময় বিশ্ব গভীরভাবে বিভক্ত ছিল, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে এবং কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও, ভারত যে বিভিন্ন দেশকে একমঞ্চে নিয়ে আসতে সক্ষম- এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অবিচল।

এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই 'নয়াদিল্লি নেতাদের ঘোষণা' (নিউ দিল্লী লিডারস ডিক্লারেশন) প্রস্তুত করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। আলোচনার প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত জটিল ও প্রায়শই ক্লান্তিকর। গভীর রাত পর্যন্ত কাজ চললেও, আমরা শীর্ষ পর্যায় থেকে প্রদর্শিত ধৈর্য ও স্থিরতার আদর্শটিই অনুসরণ করে গেছি। প্রচণ্ড চাপের মুখেও আমি প্রধানমন্ত্রীকে কখনও কণ্ঠস্বর চড়াতে বা মেজাজ হারাতে দেখিনি। তাঁর শক্তি নিহিত রয়েছে সংযমের মধ্যে; আর তাঁর আশাবাদ তাঁর সহকর্মীদের নিজেদের নীতি ও অবস্থানে দৃঢ় থাকার সাহস জোগায়। প্রধানমন্ত্রী মোদির সাথে কাজ করা আমার নেতৃত্বের বোঝাপড়াকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছে। তার কাছ থেকেও আমি শিখেছি বড় চিন্তা করা, মনোযোগ দিয়ে শোনা, চাপের মধ্যে শান্ত থাকা, এবং পরিস্থিতি যতোই কঠিন হোক না কেন অগ্রগতির আশা হারানো উচিত নয়। আমি শিখেছি যে, একজন নেতাকে এমন কিছু কল্পনা করতে হবে যা এখনো নেই, আর তারপর সেই কল্পনার পেছনে রাষ্ট্র, প্রশাসন এবং দেশের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে এগোতে হবে।

**(লেখক ভারতের প্রাক্তন জি২০ শেরপা এবং সিইও, নীতি আয়োগ, এবং শিল্প নীতি ও প্রচার বিভাগের প্রাক্তন সচিব (ডিআইপিপি)।**

# উন্নত প্যাকেজিংয়ের একটি রূপকল্প নূন্যতম বিনিয়োগে সর্বোচ্চ মূল্য প্রদান

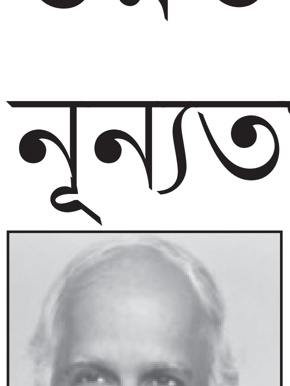

*অধ্যাপক রাও আর. তুম্মালা*

সেমিকন্ডাক্টর খাতের যাত্রাপথে ভারত এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। চিপ ডিজাইন এবং সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি অর্জনের পর, ভারতের সামনে এখন "অ্যাডভান্সড প্যাকেজিং" বা উন্নত প্যাকেজিং প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং শেষ পর্যন্ত একটি বিশ্বমানের "সিস্টেমস ফাউন্ড্রি"-তে পরিণত হওয়ার এক অনন্য সুযোগ রয়েছে। উন্নত প্যাকেজিং এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়ে ভারত একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী সেমিকন্ডাক্টর-চালিত অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারে। আমার মতে, সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে "অ্যাডভান্সড প্যাকেজিং" অন্যতম কৌশলগত প্রযুক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এটি চিপ, চিপলেট, মেমরি, ফটোনিক্স, সেন্সর, আরএফ উপাদান এবং পাওয়ার ডিভাইসগুলোকে অত্যন্ত কার্যকর সব সিস্টেমে একত্রিত করার সুযোগ করে দেয়; যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিরক্ষা এবং কনজিউমার ইলেকট্রনিক্সের মতো ক্ষেত্রগুলোকে সচল রাখে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে, সেমিকন্ডাক্টর খাতের উদ্ভাবনকে বাস্তব প্রয়োগের সাথে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে "অ্যাডভান্সড প্যাকেজিং" একটি মূল প্রযুক্তিতে পরিণত হচ্ছে। প্রথাগত "সিস্টেম-অন-চিপ" (এস-ও-সি) ধারণা থেকে সরে এসে "সিস্টেম-অন-প্যাকেজ" (এস-ও-পি) ধারণার দিকে শিল্পের যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটছেযার সূচনা আমি জর্জিয়া টেক-এ করেছিলামতা এই সুযোগকে আরও সুদৃঢ় করেছে। কয়েক দশক ধরে সেমিকন্ডাক্টর খাতের অগ্রগতি মূলত ট্রানজিস্টরের আকার ছোট করার (স্কেলিং) ওপর নির্ভর করত, যার লক্ষ্য ছিল কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও খরচ কমানো। বর্তমানে এই স্কেলিং প্রক্রিয়া ভৌত, বৈদ্যুতিক এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মুখে পড়েছে; পাশাপাশি উন্নত সেমিকন্ডাক্টর তৈরির (ফ্যাব্রিকেশন) খরচও নাটকীয়ভাবে বেড়ে চলেছে। ফলে, উদ্ভাবনের কেন্দ্রবিন্দু এখন ট্রানজিস্টর স্তর থেকে সরে এসে প্যাকেজ ও সিস্টেম স্তরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ভারতের জন্য "অ্যাডভান্সড প্যাকেজিং" সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন খাতে প্রবেশের একটি বাস্তবসম্মত ও অত্যন্ত আকর্ষণীয় পথ হতে পারে। অত্যন্তব্যয়বহুল (হাজার হাজার কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় এমন) "অ্যাডভান্সড ওয়েফার ফ্যাব্রিকেশন" কেন্দ্রের তুলনায় "অ্যাডভান্সড প্যাকেজিং"-এর জন্য অনেক কম পুঁজির প্রয়োজন হয়, অথচ এটি উচ্চ-মূল্যের উৎপাদন ও উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিশেষায়িত বিভিন্ন চিপকে একটি সুবিন্যস্ত কাঠামোর আওতায় একত্রিত করার মাধ্যমে "অ্যাডভান্সড প্যাকেজিং" অধিক কার্যকারিতা, উন্নত কর্মক্ষমতা, কম বিদ্যুৎ খরচ, দ্রুত উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং নকশা বা ডিজাইনের ক্ষেত্রে অধিক নমনীয়তা নিশ্চিত করে। আমার মতে, এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় কেবল অংশগ্রহণ করাই ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়; বরং উন্নত প্যাকেজিংয়ের নির্দিষ্ট কিছু কৌশলগত ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা উচিত। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ "সেমিকন্ডাক্টর-টু-সিস্টেমস" ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলা প্রয়োজন, যার আওতায় থাকবে সিস্টেম ডিজাইন ও আর্কিটেকচার, উন্নত সাবস্ট্রেট ও ইন্টারকানেক্ট প্রযুক্তি, এমবেডেড পাওয়ার ইন্টিগ্রেশন, অ্যাসেম্বলি ও টেস্টিং, নির্ভরযোগ্যতা প্রকৌশল, জনশক্তি উন্নয়ন, বাণিজ্যিকীকরণ এবং নতুন স্টার্টআপ গড়ে তোলা। এই সামগ্রিক পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে একটি জাতীয় উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম, যা শিক্ষাঙ্গন, শিল্পখাত, স্টার্টআপ এবং সরকারের মধ্যে শক্তিশালী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গড়ে উঠবে। আমি আইআইটি, আইআইএসসি এবং বিআইটিএস সহ শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে নয়টি শিল্প সহ-উন্নয়ন প্রযুক্তি কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করছি, সাথে আইআইটি গান্ধীনগরে একটি জাতীয় সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন কেন্দ্র এবং একটি পাইলট লাইন স্থাপনেরও প্রস্তাব করছি। এই কেন্দ্রগুলি চিপলেট আর্কিটেকচার, গ্লাস-কোর সাবস্ট্রেট, শক্তি-সাশ্রয়ী প্যাকেজিং।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

# আকাশের এএনটিএইচই ২০২৬ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃত্তির সুযোগ

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড চালু করেছে 'আকাশ ন্যাশনাল ট্যালেন্ট হান্ট পরীক্ষা' বা এএনটিএইচই ২০২৬। মেধা ও ফলাফলের ভিত্তিতে এই পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃত্তির পাশাপাশি সেরা পারফর্মারদের মোট ২.৫ কোটি টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে।

অনলাইন পরীক্ষা হবে ২৭ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর এবং অফলাইন পরীক্ষা হবে ১১ অক্টোবর, ২৫ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর। ইতিমধ্যেই নাম নথিভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এএনটিএইচই-র সরকারি পোর্টাল এবং দেশের বিভিন্ন আকাশ কেন্দ্রে আবেদন করা যাবে।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পরীক্ষা শুধু বৃত্তি দেওয়ার জন্য নয়, পড়ুয়াদের প্রস্তুতির স্তর, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা যাচাইয়ের জন্যও তৈরি করা হয়েছে।

পরীক্ষার পর প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে দেওয়া হবে 'এএনটিএইচই ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট'।

এতে পড়ুয়ার শক্তির জায়গা এবং উন্নতির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি তুলে ধরা হবে।

সংস্থার দাবি, গত ১৬ বছরে এএনটিএইচই-তে এক কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। বর্তমানে দেশের ৪১৫টিরও বেশি আকাশ কেন্দ্রে চার লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।

# সাংবাদিক পায়েল মেহতার প্রয়াণ, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদির

মুম্বই, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): প্রয়াত হলেন সাংবাদিক পায়েল মেহতা। রবিবার ভোরে মুম্বইয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। তিনি সিএনএন-নিউজ১৮-তে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

সহকর্মীদের সূত্রে জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে পায়েল মেহতা অসুস্থ বোধ করেন। রাত প্রায় ২টার দিকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসা শুরু করার আগেই চিকিৎসকরা তাঁর শরীরে নাড়ির স্পন্দন পাননি।

তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে সাংবাদিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশ্যাল মিডিয়ায় পায়েল মেহতার মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পায়েল ছিলেন একজন পরিশ্রমী সাংবাদিক, যিনি সবসময় মানুষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থেকে জাতীয় বিষয়গুলির গভীর উপলব্ধি নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করতেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পেশাগত কাজের পাশাপাশি মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা, সৌজন্য ও উষ্ণ ব্যবহারের জন্যও পায়েল মেহতাকে স্মরণ করা হবে। তাঁর আকস্মিক ও অকাল মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক বলেও উল্লেখ করেন মোদি।

শোকসন্তপ্ত পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি তাঁদের এই কঠিন সময়ে শক্তি কামনা করেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও পায়েল মেহতার অকালপ্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান সাংবাদিক হিসেবে পায়েল সংসদ বিষয়ক সাংবাদিকতা অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে করতেন। সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সংসদের কার্যক্রম অনুসরণ করে সংবাদ সংগ্রহ করতেন বলেও জানান রাজনাথ সিং।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও পায়েল মেহতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন। তিনি তাঁকে পরিশ্রমী ও কর্তব্যনিষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে স্মরণ করেন। সংসদ বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের পাশাপাশি জনজীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল বলেও উল্লেখ করেন খাড়গে। পায়েলের পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা জানান তিনি।

# কংগ্রেসের ৬০ বছরের শাসনেই ছাত্রদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়েছে: বিহারের মন্ত্রী

পাটনা, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচি নিয়ে কংগ্রেসের সমালোচনা করলেন বিহারের মন্ত্রী রামকৃপাল যাদব। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার সময় কংগ্রেস ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার দিকে নজর দেয়নি। ফলে নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরতে তরুণদের বারবার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচি এবং সেখানে ছাত্রছাত্রীদের উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যা প্রসঙ্গে আইএএনএস-কে রামকৃপাল যাদব বলেন, সারা দেশে 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ'-এর কথা শোনার মতো কেউ নেই। তাঁর দাবি, ছাত্রদের সমস্যার কথা শোনার সুযোগ যখন কংগ্রেসের হাতে ছিল, তখন তারা তা করেনি। ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের কথা তুলে ধরতে চাইলে তাঁদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস প্রায় ৬০ বছর ক্ষমতায় ছিল এবং সেই সময় ছাত্রদের সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিহার থেকেই ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বলে উল্লেখ করে যাদব দাবি করেন, সেই ছাত্র আন্দোলনের ফলেই বিহারসহ একাধিক রাজ্যে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে তৎকালীন সরকার ক্ষমতা হারিয়েছিল।

ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা এবং তরুণদের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই রামকৃপাল যাদবের এই মন্তব্য সামনে এল।

এর আগে শনিবার ইন্দোরে 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর সামনে বক্তব্য রাখেন রাহুল গান্ধী। সেখানে তিনি বেকারত্ব, পরীক্ষায় অনিয়ম এবং কয়েকজন শিল্পপতির প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির সুরক্ষার জন্য তৈরি প্রতিষ্ঠানগুলি এখন তাঁদের বিরুদ্ধেই কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

রাহুল গান্ধী আরও অভিযোগ করেন, গোটা ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন তুলতে দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ছাত্ররা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এবং নির্দিষ্ট কিছু শিল্পপতিকে ঘিরেও প্রশ্ন করছেন। তবে তাঁর সমালোচকরা সেই প্রশ্নের বিরোধিতা করছেন বলে দাবি করেন তিনি। এদিকে, বিজেপি নেতা এন রামচন্দ্র রাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'নিম্নমানের রাজনীতি'র অভিযোগ তোলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাকে নিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। রাও বলেন, রাজনৈতিক সমালোচনা নীতি ও রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই হওয়া উচিত।

## বিসিসিআইয়ের শতবর্ষে বিশ্ব একাদশের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত! প্রতিপক্ষ দলে কোন তারকারা?

১০০ বছরে পা দিতে চলেছে বিসিসিআই। আগামী বছর থেকে শুরু হবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের শতবর্ষ পালন অনুষ্ঠান। আর সেখানে বিরাট চমক। বোর্ডের শতবর্ষে একটি বিশেষ ম্যাচ খেলতে পারে টিম ইন্ডিয়া। প্রতিপক্ষ কারা? বিশ্ব একাদশ। আগে এই ধরনের বিশ্ব একাদশ বনাম একটি দেশের ম্যাচ হত। সেই স্মৃতি আবার ফিরতে পারে।

শুক্রবার বোর্ডের বার্ষিক সভায় এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, ২০২৮-র শতবর্ষ উদযাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০২৭-র ডিসেম্বর থেকে ২০২৮ সাল জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি থাকবে। তার জন্য বিশেষ কমিটি গড়তে চলেছে বোর্ড। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বৈঠকে আলোচিত প্রস্তাবগুলোর মধ্যে একটি ভারত বনাম বিশ্ব একাদশ ম্যাচও রয়েছে। পুরোটাই আলোচনার স্তরে। ফলে কবে, কোথায় হবে সেগুলো এখনই জানা সম্ভব নয়।

এই মুহূর্তে সাদা বলের ক্রিকেটে ভারত নিঃসন্দেহে ধারেভারে অনেকটাই এগিয়ে। তাছাড়া ভারতে খেলতে বিশ্বের প্রায় সব দেশের ক্রিকেটারই আগ্রহী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্ব একাদশ কোন ফরম্যাটে হবে বা কারা খেলবে? আরেকটি বিষয় হল, বিশ্ব একাদশে কি পাকিস্তানের কোনও প্লেয়ার থাকবে?

# জম্মু-কাশ্মীরের পাঁচ জেলায় হাই অ্যালার্ট, জোরদার তল্লাশি অভিযান

জম্মু, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জম্মু-কাশ্মীরের কাঠুয়া, সাম্বা, উধমপুর, ডোডা ও কিস্তওয়ার জেলায় রবিবার হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। মাজালতা জঙ্গলে 'অপারেশন সোহান' অব্যাহত থাকার পাশাপাশি গোটা অঞ্চলে তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে।

মাজালতা জঙ্গলে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর জম্মু অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে বারতাল, সোহান ও খুব্বান এলাকার ঘন জঙ্গলে শুরু হওয়া 'অপারেশন সোহান' তৃতীয় দিনেও অব্যাহত রয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর সকালে সংঘর্ষে জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যুক্ত দুই পাকিস্তানি জঙ্গি নিহত হয় বলে নিরাপত্তা সূত্রে জানা গেছে।

সংঘর্ষে আরও এক জঙ্গি আহত হয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই কারণে সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কোর, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ যৌথভাবে ঘেরাও ও তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে।

নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, এই এলাকা একটি পুরনো অনুপ্রবেশপথের সঙ্গে যুক্ত। ওই পথ কাঠুয়া-সাম্বা সীমান্ত থেকে মাজালতা, বাসন্তগড় ও রামনগর হয়ে ডোডা, ভাদেরওয়াহ ও কিস্তওয়ার এবং সেখান থেকে দক্ষিণ কাশ্মীরের দিকে বিস্তৃত। এই কারণে মাজালতার বাইরেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সাম্বা, কাঠুয়া, উধমপুর, ডোডা ও কিস্তওয়ারের জঙ্গল ও সীমান্তবর্তী এলাকায় অতিরিক্ত যৌথ চেকপোস্ট বসানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

তল্লাশি অভিযানে স্নিফার ডগ, ড্রোন এবং থার্মাল নজরদারি ব্যবস্থাসম্পন্ন হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। নিহত জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন ও অন্যান্য সরঞ্জাম ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় যোগাযোগ ও সম্ভাব্য সহযোগী নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

আহত জঙ্গির সম্ভাব্য পালানোর পথে রক্তের দাগসহ অন্যান্য চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে সূত্রের দাবি। সেগুলিও ফরেন্সিক দল পরীক্ষা করছে। এদিকে, জঙ্গিদের লজিস্টিক সহায়তা ও আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে এক সন্দেহভাজন ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

রবিবার আগরতলায় লালবাহাদুর ক্লাবের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বন্টন করা হয়।

রবিবার আগরতলায় একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

# 'কংগ্রেস এখন কমেডিয়ান ও জোকারদের দলে পরিণত হয়েছে': কিরেন রিজিজুর কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নকল করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদির অঙ্গভঙ্গি ও কথাবার্তার ধরন নকল করার সময় রাহুল গান্ধীকে হাসতে দেখা যায়।

রিজিজু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ কংগ্রেসের পোস্টে শেয়ার করা ওই নকলের ভিডিও তুলে ধরে মন্তব্য করেন, "কংগ্রেস পার্টি কমেডিয়ান ও জোকারদের দলে পরিণত হয়েছে! তারা চিরতরে শেষ... আরআইপি।"

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদির বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও জনসমক্ষে তাঁর উপস্থিতির ধরন নকল করা হয়। নকলকারী শিল্পী প্রধানমন্ত্রী মোদির বিশেষ ধরনের হাসি, হাতের অঙ্গভঙ্গি এবং মানুষের সঙ্গে অভিবাদন ও আলিঙ্গনের ধরন অনুকরণ করেন। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধী বক্তব্য রাখার সময় এই পরিবেশনা হয়।

এই পরিবেশনা করেন ভারতীয় স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান ও সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট ক্রিয়েটর পুলকিত মণি। অনুষ্ঠানটির ভিডিও সামনে আসার পর তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়। পরিবেশনাটি এবং সেই সময় রাহুল গান্ধীর প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে কংগ্রেসের সমালোচনা করা হয়। 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচি ঘিরে চলা বৃহত্তর রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই রিজিজুর এই মন্তব্য সামনে আসে।

ওই অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধী বেকারত্ব ও পরীক্ষায় অনিয়ম-সহ ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিজেপি বিধায়ক রাম কদমও ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নকল পরিবেশনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আইএএনএস-কে তিনি বলেন, বিনোদনের জন্য নকল করা যেতে পারে। কিন্তু দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করতে হলে নীতি, কঠোর পরিশ্রম ও সুযোগের মতো বিষয় নিয়ে কথা বলা প্রয়োজন।

রাম কদম রাহুল গান্ধীর বক্তব্যেরও সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, রাহুল গান্ধী দেশজুড়ে ঘুরে ছাত্র ও যুবকদের বিভ্রান্ত করছেন। লোকসভা নির্বাচনের সময় সংবিধান নিয়ে তিনি দেশজুড়ে বিভ্রান্তি তৈরি করেছিলেন বলেও দাবি করেন কদম। এর আগে বিহারের মন্ত্রী রামকৃপাল যাদবও 'ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ' কর্মসূচি নিয়ে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসের সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার সময় কংগ্রেস ছাত্রদের সমস্যার দিকে যথেষ্ট নজর দেয়নি। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের কথা তুলে ধরতে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। রামকৃপাল যাদব বলেন, কংগ্রেস প্রায় ৬০ বছর ক্ষমতায় ছিল এবং সেই সময় ছাত্রদের সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বিহার থেকেই ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বলে উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, সেই আন্দোলনের প্রভাবেই বিহারসহ বিভিন্ন রাজ্যে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে তৎকালীন সরকার ক্ষমতা হারিয়েছিল।

# ৭-৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে মোট দেশীয় সঞ্চয়ের হার ৩৮-৪০ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন: এন কে সিং

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ৭-৮ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে ভারতের মোট দেশীয় সঞ্চয়ের হার বর্তমানের প্রায় ৩৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩৮-৪০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন বলে জানালেন ১৫তম অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এন কে সিং।

নয়াদিল্লিতে 'ফিন্যান্সিং ইন্ডিয়াস জার্নি টুওয়ার্ডস বিকশিত ভারত' শীর্ষক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এন কে সিং রাজ্যভিত্তিক ঋণের স্থায়িত্ব নিয়ে মূল্যায়নের উপর জোর দেন। একই সঙ্গে অফ-বাজেট ঋণ, সরকারি গ্যারান্টি, বকেয়া দায় এবং সরকারি মালিকানাধীন সংস্থার মাধ্যমে নেওয়া ঋণের হিসাব-সহ আর্থিক স্বচ্ছতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ও অর্থসচিবদের উদ্দেশে বক্তব্যে তিনি বলেন, করের হার বাড়ানোর পরিবর্তে তথ্যকে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর মধ্যেই বড় সুযোগ রয়েছে। তাঁর মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এবং মেশিন লার্নিংকে বিদ্যমান কর-তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত করলে কর মেনে চলার ক্ষেত্রে ঘাটতি চিহ্নিত করা, কার্যকর করের আওতা বাড়ানো এবং রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

এন কে সিং সরকারি অর্থের উপর নির্ভরতা থেকে বেসরকারি পুঁজির দিকে আরও বেশি করে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সরকারি সম্পদকে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে পূর্বানুমানযোগ্য নিয়ম, কার্যকর চুক্তি, দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আরও শক্তিশালী বিনিয়োগ চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ।

উৎপাদনের উপাদানগুলির বাজার সংস্কারের প্রসঙ্গে তিনি মূলধন, শ্রম ও জমিকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। তুলনামূলকভাবে বেশি মূলধন ব্যয়ের বিষয়টি তুলে ধরে তিনি দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষানবিশ ব্যবস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে আরও শক্তিশালী সংযোগের মাধ্যমে শ্রম উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উপর জোর দেন। পাশাপাশি জমির ব্যবহার আরও কার্যকর করা, অনুমোদন প্রক্রিয়া সরল করা এবং ডিজিটাল জমির নথি শক্তিশালী করার আহ্বান জানান তিনি।

প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. ভি অনন্ত নাগেশ্বরন বলেন, সম্মেলনটি কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির জন্য শুধু সম্পদ সংগ্রহ ও বণ্টনের আলোচনা থেকে বেরিয়ে আগামী দুই দশকে ভারতের উন্নয়নে অর্থায়নের বিষয়টি নিয়ে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে।

তিনি বলেন, রাজ্যগুলি যে খোলামেলাভাবে নিজেদের মতামত তুলে ধরেছে এবং আলোচনার যে মান ছিল, তাতে প্রতি বছর এই ধরনের সম্মেলন আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। নাগেশ্বরন বলেন, ভারতের সঞ্চয়ের ভিত্তি যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তা আরও বাড়াতে হবে। তবে 'বিকশিত ভারত'-এর জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ জোগাড় করতে বেসরকারি পুঁজির অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো অপরিহার্য।

রাজ্যগুলির জন্য তিনটি অগ্রাধিকারের কথাও তুলে ধরেন প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। এর মধ্যে রয়েছে জমি, বিদ্যুৎ ও লজিস্টিকসের সুযোগ এবং কার্যকর সিঙ্গল-উইন্ডো অনুমোদনের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা; শক্তিশালী প্রকল্প প্রস্তুতির ব্যবস্থা ও বিশ্বাসযোগ্য প্রকল্প রিপোর্টের মাধ্যমে দেশীয় এবং বহুপাক্ষিক অর্থায়নের সুযোগ বাড়ানো এবং সম্ভাবনাময় কিন্তু পরিষেবাবঞ্চিত জেলাগুলিতে ঋণপ্রবাহ বাড়ানো; পাশাপাশি আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজ্যগুলির নিজস্ব মূলধনী ব্যয় শক্তিশালী করা।

# 'বড় আকারে অর্থবল ও ইভিএমের অপব্যবহার হয়েছে': ডিইউএসইউ ফল নিয়ে উদিত রাজ

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডিইউএসইউ) নির্বাচনে এবিভিপির সাফল্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে অর্থবল ও ইভিএমের বড় আকারে অপব্যবহারের অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ। একই সঙ্গে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণভাবে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

শনিবার অনুষ্ঠিত ডিইউএসইউ নির্বাচনে আরএসএসের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) চারটি পদের মধ্যে তিনটিতে জয় পেয়েছে। কংগ্রেস-সমর্থিত এনএসইউআই কোনও পদেই জয়ী হতে পারেনি। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থী দীপাংশু শোকিন।

আইএএনএস-কে উদিত রাজ বলেন, "বড় আকারে অর্থবল এবং ইভিএমের অপব্যবহার হয়েছে। এর পাশাপাশি আমাদেরও আত্মসমীক্ষা করতে হবে।"

বিজেপি ও আরএসএস প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একদিকে জেন-জেডের মধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে, অন্যদিকে কীভাবে তাঁরা নির্বাচনে জয়ী হচ্ছেন, সেটিও পর্যালোচনা করা দরকার। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন পরিচালনা ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই জয় আসে। ডিইউএসইউ নির্বাচনে মূল লড়াই আরএসএস ও বিজেপির সংগঠনই পরিচালনা করে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর মতে, তাদের সাংগঠনিক শক্তি অনেক বেশি এবং তা আরও সুসংগঠিত।

জন্তর মন্তরের প্রতিবাদ কর্মসূচির কৃতিত্ব সিজেপির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নেওয়ায় ডিইউএসইউ নির্বাচনে এনএসইউআইয়ের পরাজয় হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নেরও জবাব দেন উদিত রাজ। তিনি বলেন, যদি তাঁরা জনসাধারণের ক্ষোভের কৃতিত্ব নিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হওয়া উচিত ছিল। তাঁর প্রশ্ন, তাঁরা নির্বাচনে লড়লেন না কেন?

জেন-জেড আন্দোলনের প্রসঙ্গে উদিত রাজ বলেন, ওই সময় সাধারণ পরিস্থিতির কারণে প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষ নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে সামনে এসেছিলেন। তাঁর দাবি, বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সম্মিলিত অংশগ্রহণেই ওই আন্দোলন তৈরি হয়েছিল এবং তা শুধুমাত্র সিজেপির নেতৃত্বাধীন ছিল না।

ডিইউএসইউ নির্বাচনের ফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান পূর্ণিয়ার সাংসদ পাপ্পু যাদবও। তিনি বলেন, এনএসইউআইয়ের কোনও 'ক্লিন সুইপ' হয়নি এবং কংগ্রেসকে কেউ শেষ করে দিতে পারবে না। কংগ্রেসের আদর্শ বিশ্বকল্যাণ ও মানবতার সঙ্গে যুক্ত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। একই সঙ্গে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের সমালোচনা করে বলেন, "কংগ্রেসকে কংগ্রেসিরাই শেষ করে।"

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রলোভন, অর্থবল, চাপ এবং কারচুপির মতো বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারের অভিযোগও তোলেন পাপ্পু যাদব। একই সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের ভুলত্রুটির কথাও স্বীকার করেন। রাহুল গান্ধীর সংগ্রামকে সামনে রেখে কাজ করার পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

# • কাজের সন্ধান •

## আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে ডিপ্লোমা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে ১,৭৪৮ নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।।** কেন্দ্রীয় সরকারের সারা দেশের অফিসগুলিতে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে ১,৭৪৮ নিয়োগের জন্য প্রার্থীবাছাই করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এগজামিনেশন, ২০২৬ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থীবাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তিক অবজেক্টিভ টাইপের পরীক্ষা নেওয়া হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যালে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। চাকরি হবে সি.পি.ডব্লিও.ডি, সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন, পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন, এন.টি.আর ইত্যাদি অর্গানাইজেশনে। মূল মাইনে - লেভেল ৬ অর্থাৎ ম্যাট্রিক্স ৭ সেন্ট্রাল পে কমিশন মোতাবেক প্রতি মাসে ৩৫,৪০০ - ১,১২,৪০০ টাকা স্কেলে। অন্তত সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যালে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হলে আবেদন করতে পারেন। তবে এবছর যাঁরা ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসছেন, ফল প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায়, তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী প্রার্থীরা যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, ওবিসি-দের জন্য বয়সের উর্ধ্বসীমা ৩৫ বছর, এসসি/এসটি-দের জন্য ৩৭ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪২ বছর। পদগুলো গ্রুপ-বি নন্ গ্যাজেটেড। শূন্যপদের মোট সংখ্যা ১৩৪২ হলেও নিয়োগের সময় তা বাড়তে পারে বলে খবর রয়েছে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনিবার্য কারনে চিরাচরিত পদ্ধতিতে অর্থাৎ অফলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর পদ্ধতি ওঠে গেছে। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি পাঠাবেন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী অথবা যে-কোনও মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই এগ্‌জাম-ফি লাগবে না। তবে ছবি-সই স্ক্যানিং, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ, রেজিস্ট্রেশন প্রিন্ট আউট, কল লেটার ডাউনলোড করার সমস্ত খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্তের প্রয়োজনীয় নিয়মনির্দেশ ওয়েবসাইটেই পাবেন, তবে দরখাস্ত করতে হবে ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, ব্যাঙ্ক চালান পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ব্যাঙ্ক চালান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে স্থায়ী মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং এইচ.কিউ-সি-৩০১৯/ ১/ ২০২৬-সি-৩, তারিখ ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং পরীক্ষার ফি জমা করার বিশেষ ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। মোট শূন্যপদ ১,৭৪৮টির মধ্যে এসসি, এসটি, ওবিসি ও ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত পদও রয়েছে। এছাড়া, শারীরিকপ্রতিবন্ধী এবং এক্স-সার্ভিসম্যানদেরও সংরক্ষিত রয়েছে কিছু পদ। প্রার্থীবাছাই হবে স্টাফ সিলেকশন কমিশনের 'জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এগজামিনেশন, ২০২৬-এর মাধ্যমে। পরীক্ষায় থাকবে দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা। ২০০ নম্বরের, অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের। তাতে থাকবে ৩ পেপার, দু'টিতে ৫০টি করে প্রশ্ন, ১০০ নম্বর। অপরটিতে ১০০ প্রশ্ন, ১০০ নম্বর। পেপারগুলি হল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস এবং নিজস্ব বিষয়ের ওপর জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং। সব প্রশ্নই হবে ইংরেজি এবং হিন্দিতে দ্বিভাষিক। সব পেপারেই আলাদা-আলাদা ভাবে সফল হতে হবে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে, প্রতিটি ভুলের জন্য ০.২৫ নম্বর অর্থাৎ ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর খোয়াতে হবে। ২ ঘন্টার পরীক্ষা, সকাল ১০টা থেকে ১২টা। বিকেলের শিফ্ট হলে বেলা ২টো থেকে ৪টে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার ফল বেরোলে সফল প্রার্থীরা তার দু'এক মাসের মধ্যেই পেপার-টু'র জন্য ডাক পাবেন। পরীক্ষাকেন্দ্র হবে পূর্বাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য মোট ২৭টি জায়গায়: ত্রিপুরার প্রার্থীরা আগরতলায় পরীক্ষা কেন্দ্র পেয়ে যাবেন। যে অঞ্চলে আবেদন করবেন কেবল সেখানকার যে-কোনও তিনটি পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করে ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে হবে। পরীক্ষা নেওয়া হবে অক্টোবরে, তবে কল লেটারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সূচি জানানো হবে।

## রেলে চাকরির লক্ষ্যে ৪,৪৭১ এপ্রেন্টিস অনলাইনে আবেদন, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১০ হাজার হলেও দক্ষিণ রেলওয়েতে ৪,৪৭১টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকের পর আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৫ - ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা দক্ষিণ রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে এবং ওয়ার্কশপে যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে নির্দিষ্ট সময়ে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা দিতে হয় না। মেধার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন দক্ষিণ রেলের জন্য ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২ হাজার জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০৮-২০২৬-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। দক্ষিণ রেলের ক্ষেত্রে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - সিপিবি/ পি১/ ৯৮/ অ্যাক্ট/ টিপি/ ভলিউম-২১, তারিখ ২৮ আগস্ট, ২০২৬। ক্লাস্টার ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ফ্রেশার ক্যাটেগরির মোট আসন ১৬৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৬৮টি, ওবিসি'র জন্য ৪৩টি, এসসি'র জন্য ২৪টি, এসটি'র জন্য ১৩টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১৪টি আসন সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৯টি আসন সংরক্ষিত। এক্স-আইটিআই ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে পেরামবুর ওয়ার্কশপে মোট আসন ২৫০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১০০টি, ওবিসি'র জন্য ৬৭টি, এসসি'র জন্য ৩৭টি, এসটি'র জন্য ২১টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৫টি আসন সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১৮টি আসন সংরক্ষিত। চেন্নাই ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যালে মোট আসন ৬০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৪টি, ওবিসি'র জন্য ১৬টি, এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৪টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৭টি আসন সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। মেকানিক্যালে মোট আসন ২০০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৮২টি, ওবিসি'র জন্য ৫৪টি, এসসি'র জন্য ৩০টি, এসটি'র জন্য ১৪টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২০টি আসন সংরক্ষিত। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মোট আসন ৩৩৫টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৭টি, ওবিসি'র জন্য ৯১টি, এসসি'র জন্য ৫১টি, এসটি'র জন্য ২৫টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩১টি আসন সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১৪টি আসন সংরক্ষিত। পোনমালাই ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩৪৭টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩৯টি, ওবিসি'র জন্য ৯৪টি, এসসি'র জন্য ৫২টি, এসটি'র জন্য ২৫টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩৭টি আসন সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১৬টি আসন সংরক্ষিত। মাদুরাই ডিভিশনে মোট আসন ৩৮৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৫৫টি, ওবিসি'র জন্য ১০৫টি, এসসি'র জন্য ৫৭টি, এসটি'র জন্য ৩০টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩৬টি আসন সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত। তিরুচিলাপল্লি ডিভিশনে মোট আসন ১২৯২টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৫২৩টি, ওবিসি'র জন্য ৩৫৩টি, এসসি'র জন্য ১৯২টি, এসটি'র জন্য ৯৫টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১২৯টি আসন সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৩১টি আসন সংরক্ষিত। পাল্লাকাদ ডিভিশনে মোট আসন ৪৮৮টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২০২টি, ওবিসি'র জন্য ১২৯টি, এসসি'র জন্য ৭৩টি, এসটি'র জন্য ৩৯টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৪টি আসন সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ২১টি আসন সংরক্ষিত। সালেম ডিভিশনে মোট আসন ৬২৮টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২২৬টি, ওবিসি'র জন্য ১৬৭টি, এসসি'র জন্য ৯৫টি, এসটি'র জন্য ৪৬টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬১টি আসন সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ৩৩টি আসন সংরক্ষিত। ত্রিবান্দ্রাম ডিভিশনে মোট আসন ২৮৯টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪১টি, ওবিসি'র জন্য ৬৭টি, এসসি'র জন্য ২৯টি, এসটি'র জন্য ১৬টি, এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ২৪টি আসন সংরক্ষিত। শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১২টি আসন সংরক্ষিত। অন্যান্য ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে।

## এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, গ্রামীণ ডাক সেবক (ডাক বিভাগ),**
শূন্যপদ ঃ ২৩,৭৫৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার (গ্রামীণ ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৩,৭০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর, নির্দিষ্ট পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, ডিভোর্সী/বিধবা প্রার্থীদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় সরকার,**
শূন্যপদ ঃ ১,৭৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং (বিই/ বিটেক) পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তারিখসহ বিস্তারিত
কল লেটারে জানানো হবে। ।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট, জিওলজিস্ট (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক,**
শূন্যপদ ঃ ১২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.এস.সি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি, ২০২৭, তবে বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ**এম.টি.এস, ফায়ারম্যান (আর্মি কর্পস),**
শূন্যপদ ঃ ২,৬১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার, ক্রেডিট এনালিস্ট, এক্সিকিউটিভ (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১,১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
সিএ পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফার্মাসিস্ট, এক্সিকিউটিভ (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বি.ফার্মা, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার, ইনভেস্টমেন্ট অফিসার, জোনাল প্রধান (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২০৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
পিজি পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২৩-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২০৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ৪,৪৭১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স),**
শূন্যপদ ঃ ২২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয় নিয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি পাশ, তবে মাস্টার্স হলে অগ্রাধিকার রয়েছে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২২ অক্টোবর, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

## অনলাইনে দরখাস্ত ও পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।।** রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে স্পেশালিস্ট অফিসার, ক্রেডিট এনালিস্ট, এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, সিএ পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে স্পেশালিস্ট অফিসার, ক্রেডিট এনালিস্ট, এক্সিকিউটিভ পদে ১,১০০ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত বাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৯-২০২৬-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩৩-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এছাড়া, বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ১,১০০-এর মধ্যে ওয়েলথ এক্সিকিউটিভ, জেএমজি/ স্কেল-১ এর শূন্যপদ ১,০০০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৫০টি, এসটি'র জন্য ৭৫টি, ওবিসি'র জন্য ২৭০টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ১০০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪০৫টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৪০টি পদ। এছাড়া, ক্রেডিট এনালিস্ট - সি এন্ড আইসি, এমএমজি/ স্কেল-টু এর শূন্যপদ ১০০টি। এর মধ্যে এসসি'র জন্য ১৫টি, এসটি'র জন্য ৮টি, ওবিসি'র জন্য ২৭টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ১০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪০টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৪টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতক হলেই আবেদন করা যাবে। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায় রাখা হয়েছে। পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে উপযুক্ত বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং বিওবি/ এইচআরএম/ আরইসি/ এডিভিটি/ ২০২৬/১৭, তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

একইভাবে, অপর দুইটি পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্কে ২০৭ জন এবং ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ২০৫ জন স্পেশালিস্ট অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে। উভয়ক্ষেত্রে অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

## সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** * সর্বভারতীয় ডাক বিভাগে **ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, গ্রামীণ ডাক সেবক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩,৭৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* সারা দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলোতে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩,৭০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর, নির্দিষ্ট পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (ওবিসি, এসসি, এসটি, শারীরিক প্রতিবন্ধী, ডিভোর্সী/বিধবা প্রার্থীদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৭৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সিভিল/ মেকানিক্যাল/ ইলেকট্রিক্যাল নিয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং (বিই/ বিটেক) পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। । * কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কেমিস্ট, জিওলজিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এম.এস.সি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি, ২০২৭, তবে বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * আর্মি অর্ডিন্যান্স কর্পস-এ **এম.টি.এস, ফায়ারম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,৬১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার, ক্রেডিট এনালিস্ট, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, সিএ পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে **ফার্মাসিস্ট, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি, বি.ফার্মা, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২৮-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * স্টেট ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার, ইনভেস্টমেন্ট অফিসার, জোনাল প্রধান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, পিজি পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২৩-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪,৪৭১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্সে **এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয় নিয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রিপাশ, তবে মাস্টার্স হলে অগ্রাধিকার রয়েছে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২২ অক্টোবর, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

রবিবার আগরতলায় সিপিএম সদর কার্যালয়ে সান্তনুর শহিদদান দিবস পালিত হয়।

# কলকাতার যাদবপুরে সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে ভাঙচুর, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের পরিবারের উপর হামলার অভিযোগ

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর এলাকায় সিপিআই(এম)-এর একাধিক পার্টি অফিসে ভাঙচুর এবং প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত মজুমদারের বাড়ি ও পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, মোটরবাইকে আসা একদল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী এই হামলা চালায়। ঘটনায় মজুমদারের পরিবারের কয়েকজন সদস্যও আক্রান্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ।

কলকাতা পুরসভার ছয়টি ওয়ার্ডে সিপিআই(এম)-এর দলীয় কার্যালয়গুলিকে নিশানা করা হয় বলে জানা গেছে। অভিযোগ, হামলাকারীরা দলীয় পতাকা খুলে মাটিতে ফেলে দেয়।

ওয়ার্ড নম্বর ৯৬-এর দীর্ঘদিনের কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর এবং প্রাক্তন বিধায়ক দেবব্রত মজুমদারের বাড়ি ও পার্টি অফিসেও হামলার অভিযোগ উঠেছে। তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। তবে এই ঘটনায় কারা জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এক সিপিআই(এম) নেতার দাবি, ৯৬, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৫ এবং ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডে দলের কার্যালয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডে, অর্থাৎ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের বাড়ি ও পার্টি অফিসের সামনে উত্তেজনা সবচেয়ে বেশি ছিল বলে জানা গেছে। ওই ওয়ার্ডে সিপিআই(এম)-এর শহিদ বেদিতেও হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

দুষ্কৃতীরা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের দাদাকেও হুমকি দেয় এবং তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। হামলার পর মজুমদারের পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়, তাঁরা বারবার পুলিশকে ফোন করে ঘটনার কথা জানিয়েছিলেন। তবে তাঁদের দাবি, প্রায় এক ঘণ্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

এদিকে ১০১ এবং ১০৫ নম্বর ওয়ার্ডেও উত্তেজনা ছড়ায়। সেখানে মারামারির ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ। প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর তরুণ মণ্ডলের কার্যালয়েও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রের দাবি, পুলিশ লাঠি নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছনোয় পরিস্থিতি আর ছড়িয়ে পড়েনি।

অভিযোগ, মোটরবাইকে আসা এই দলটি শুধু যাদবপুর নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর এলাকাতেও অশান্তি তৈরি করছে।

ঘটনার পর সিপিআই(এম) এবং তৃণমূল উভয়েই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

দেবব্রত মজুমদার অভিযোগ করে বলেন, অন্তত ১০০ জন তাঁর বাড়িতে এসে ভাঙচুর চালায়। তাঁর দাদাকে গালিগালাজ ও ধাক্কা দেওয়া হয় এবং তাঁকেও অশালীন ভাষায় আক্রমণ করা হয় বলে দাবি করেন তিনি। মজুমদারের অভিযোগ, হামলাকারীরা বিজেপির সমর্থক।

এক সিপিআই(এম) কর্মীও অভিযোগ করেন, হামলাকারীরা দলের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে এবং তাঁদের গালিগালাজ করে। এলাকায় না আসার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও তাঁর দাবি। তাঁর অভিযোগ, হামলাকারীরা বিজেপির সঙ্গে যুক্ত এবং অতীতে তৃণমূলের সঙ্গে ছিল।

এর আগে ১৫ সেপ্টেম্বর হাওড়া জেলার বালিতে একাধিক সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল। বামেদের পক্ষ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলেও বিজেপি তা অস্বীকার করেছিল। পঞ্চাননতলা রোডের দেওয়ানগাজি জোনাল পার্টি অফিস এবং বেলুড় স্টেশন রোডের পার্টি অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছিল। গত শুক্রবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কোদালিয়ায় সিপিআই(এম) পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগও ওঠে। সিপিআই(এম) ওই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ করেছিল।

# 'অসম ভারতের ব্যাটারি হয়ে উঠতে পারে', রাজ্যে ৪০ হাজার কর্মসংস্থানের ঘোষণা জিত আদানির

গুয়াহাটি, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসম আগামী দিনে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসতে পারে এবং 'ভারতের ব্যাটারি' হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মন্তব্য করলেন আদানি গ্রুপের ডিরেক্টর জিত আদানি। রবিবার ধুবরি জেলার চাপারে আদানি পাওয়ারের ৩,২০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

জিত আদানি বলেন, গত কয়েক বছরে অসমের রূপান্তর উল্লেখযোগ্য। রাজ্যটি বর্তমানে ভারতের অন্যতম আকর্ষণীয় বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে উঠে এসেছে। তিনি জানান, গত পাঁচ বছরে প্রায় ৪০ বার অসমে এসেছেন এবং আজ এই প্রকল্পের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন।

তিনি বলেন, আগামী দিনে অসম শুধু নিজের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য শক্তি উৎপাদন করবে না, বরং গোটা দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। তাঁর কথায়, অসমের 'ভারতের ব্যাটারি' হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

জিত আদানি এই পরিবর্তনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তাঁদের উদ্যোগে রাজ্যে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ব্যবসার সুযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি বলেন, অসম এখন শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত নয়, বরং বিনিয়োগ, শিল্প এবং বৃহৎ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কেন্দ্র হিসেবেও ক্রমশ পরিচিতি লাভ করছে।

অসমে আদানি গ্রুপের যাত্রার কথা উল্লেখ করে জিত আদানি বলেন, প্রথম দিকে রাজ্যের উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্য নিয়ে সংস্থাটি অসমে প্রবেশ করেছিল। পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ বাড়তে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রশাসনিক উদ্যোগেরও প্রশংসা করেন তিনি এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

জিত আদানি জানান, গত বছর রাইজিং নর্থইস্ট গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটে আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি আগামী ১০ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই অসমে প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের কাজ শুরু হয়েছে।

কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণকে গ্রুপের বিনিয়োগ পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৪৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ ৩,২০০ মেগাওয়াটের চাপার তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পদে পরিণত হতে পারে।

জিত আদানি জানান, অসমে ইতিমধ্যে চার থেকে পাঁচটি চাকরির নিয়োগ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে এবং রাজ্যের ৪,৫০০ স্থানীয় যুবক-যুবতীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আদানি গ্রুপের বিভিন্ন ব্যবসার মাধ্যমে অসমে প্রায় ৪০ হাজার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলেও তিনি ঘোষণা করেন।

তিনি আরও বলেন, এটি কেবল শুরু। অসমে আদানি গ্রুপের ব্যবসা যত বাড়বে, স্থানীয় যুবকদের জন্য সুযোগও তত বাড়বে। স্থানীয় প্রতিভাকে এই উন্নয়নযাত্রার সক্রিয় অংশীদার করাই তাঁদের লক্ষ্য।

# ডিলিমিটেশনের পর কলকাতা ও হাওড়ায় ৩৩ শতাংশের বেশি ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ডিলিমিটেশনের পর কলকাতা পুরনিগম (কেএমসি) এবং হাওড়া পুরনিগম (এইচএমসি)-এর প্রস্তাবিত ওয়ার্ডগুলির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হতে চলেছে। ২০২৬ সালের শেষের দিকে দুই পুরনিগমের নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।

খসড়া ডিলিমিটেশন প্রস্তাব অনুযায়ী, কলকাতা পুরনিগমে বর্তমান ১৪৪টি ওয়ার্ড বেড়ে ২০৯টি হতে পারে। এর মধ্যে মহিলাদের জন্য ৭০টি ওয়ার্ড সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব রয়েছে। অর্থাৎ মোট ওয়ার্ডের প্রায় ৩৩.৫ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে। সাম্প্রতিক খসড়া সংরক্ষণ তালিকা নিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও এই সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

হাওড়া পুরনিগমেও ওয়ার্ডের সংখ্যা বর্তমান ৫০ থেকে বেড়ে ৬৮ হওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। এর মধ্যে ২৩টি ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়েছে, যা মোট ওয়ার্ডের প্রায় ৩৪ শতাংশ। হাওড়া জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে নতুন ওয়ার্ড গঠনের বিজ্ঞপ্তি এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত নোটিস ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

ডিলিমিটেশনের খসড়া তালিকা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির কোনও অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া যাবে। এরপর আপত্তি ও পরামর্শ পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

দুই পুরনিগমের নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতিপর্ব ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। উৎসবের মরশুম, বিশেষ করে দুর্গাপুজোর পর নভেম্বর নাগাদ কলকাতা ও হাওড়ায় নতুন পুরবোর্ড গঠনের নির্বাচন হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহলে আলোচনা রয়েছে।

তবে নির্বাচনী প্রস্তুতি চললেও রাজনৈতিক মহলে প্রত্যাশিত তৎপরতা এখনও পুরোপুরি দেখা যায়নি। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা চলছে। দুই পুরনিগমের সব ওয়ার্ডে দলটি প্রার্থী দিতে পারবে কি না, তা নিয়েও পর্যবেক্ষকদের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে। এসব অবশ্য রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতামত, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিত নয়।

# নির্বাচনে জয়-পরাজয় গণতন্ত্রেরই অংশ: ডিইউএসইউ ফল নিয়ে কংগ্রেস সাংসদ

অমৃতসর, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নির্বাচনে জয়-পরাজয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারই অংশ বলে মন্তব্য করলেন অমৃতসরের কংগ্রেস সাংসদ গুরজিৎ সিং আউজলা। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডিইউএসইউ) নির্বাচনে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-এর ফলাফল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গণতন্ত্রে ভোটারদের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে মেনে নেওয়া উচিত।

শনিবার অনুষ্ঠিত ডিইউএসইউ নির্বাচনে আরএসএসের ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) চারটি পদের মধ্যে তিনটিতে জয় পেয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস-সমর্থিত ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (এনএসইউআই) একটি পদেও জয়ী হতে পারেনি।

এনএসইউআই-এর এই ফলাফল নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে আউজলা আইএএনএস-কে বলেন, ছাত্রছাত্রী ও ভোটাররা নিজেদের উপলব্ধি ও মূল্যায়নের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেন। গণতন্ত্রে জনগণ বা ভোটাররা যে রায় দেন, তা সম্পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত।

তিনি বলেন, নির্বাচনের ফলাফল সংগঠনের পক্ষে হোক বা বিপক্ষে, জনগণের সিদ্ধান্তকে সবসময় সম্মান করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি জানান, নির্বাচনের ফল যাই হোক না কেন, এনএসইউআই ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে।

এদিনের আলোচনায় পাঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন আউজলা। এএপি-নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীদের উপর হামলা এবং গ্রেনেড হামলার মতো ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের ও প্রশাসনের গুরুতরভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

পাঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে বলে দাবি করে আউজলা বলেন, দুর্বল নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণে অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে।

পাঞ্জাব পুলিশের এএসআই হরজিৎ সিং হত্যা মামলার এক অভিযুক্ত গভীর রাতে এনকাউন্টারে নিহত হওয়ার ঘটনাতেও মন্তব্য করেন তিনি। আউজলা বলেন, পুলিশকে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং আইন লঙ্ঘনকারী অপরাধীদের কোনওভাবেই ছাড় দেওয়া উচিত নয়। আইনের আওতায় তাঁদের কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শান্তি মিছিল প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখেন আউজলা। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে সমাজের মধ্যে এবং বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বজুড়ে চলা উত্তেজনা হোক বা সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিপ্রত্যেক ব্যক্তির নিজের মধ্যে শান্তি গড়ে তোলা এবং সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সম্মিলিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন।

# জম্মু-কাশ্মীরের কাটরা হেলিপ্যাড টার্মিনালে আগুন, আংশিক ক্ষয়ক্ষতি

জম্মু, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জম্মু-কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার কাটরায় ত্রিকূট পাহাড়ের উপরে অবস্থিত শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হেলিপ্যাড টার্মিনালে রবিবার ভোরে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে টার্মিনালের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ভোর প্রায় ৩টা ১৫ মিনিটে হেলিপ্যাড টার্মিনালে আগুন দেখতে পান সেখানে থাকা কর্মীরা। তাঁদের প্রাথমিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি দমকল ও জরুরি পরিষেবা কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ঘটনার সময় হেলিপ্যাড টার্মিনালটি বন্ধ ছিল। ফলে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

# ধুবরিতে আদানি পাওয়ারের ৪৮ হাজার কোটি টাকার তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অসমের মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসমের ধুবরি জেলার চাপারে আদানি পাওয়ার লিমিটেডের ৩,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন আল্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবারের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ বেসরকারি বিনিয়োগের প্রকল্পের সূচনা হল।

প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে তৈরি হতে চলা এই প্রকল্প অসমের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, নির্মাণ পর্বে প্রায় ২০ হাজার এবং প্রকল্প চালু হওয়ার পর প্রায় ৫ হাজার স্থায়ী ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের শীর্ষ আধিকারিক, শিল্প প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং আদানি গ্রুপের ডিরেক্টর জিত আদানি উপস্থিত ছিলেন।

চাপার তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটি অসমের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আদানি গ্রুপের প্রস্তাবিত প্রায় ৬৩ হাজার কোটি টাকার বৃহত্তর বিনিয়োগ পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চারটি ৮০০ মেগাওয়াটের ইউনিট নিয়ে গঠিত এই প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে ২০৩০ সালের ডিসেম্বর থেকে চালু হওয়ার কথা। বিদ্যুৎকেন্দ্রে আল্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, যা উন্নত দক্ষতার পাশাপাশি আধুনিক পরিবেশ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, অসম দ্রুত উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। রাজ্যে বর্তমানে একাধিক বৃহৎ জ্বালানি প্রকল্পের কাজ চলছে। অ্যাডভান্টেজ অসম ইনভেস্টর সামিট ২.০-তে করা বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির অন্যতম বড় ফলাফল হিসেবে চাপার প্রকল্পটির কথা উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগে এই প্রকল্প অসমে এখনও পর্যন্ত হওয়া অন্যতম বৃহৎ একক বিনিয়োগ হতে চলেছে।

জিত আদানি বলেন, এই তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প অসমের উন্নয়নের যাত্রায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় ঠিকাদার, সরবরাহকারী ও ব্যবসায়ীদের জন্যও নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে তিনি জানান। অসমে বিনিয়োগ করতে পেরে এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অংশ হতে পেরে তাঁরা গর্বিত বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অসমে আদানি গ্রুপের বৃহত্তর বিনিয়োগ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে জিত আদানি জানান, বিদ্যুৎ, বিমান পরিষেবা ও সিমেন্ট ক্ষেত্রে ৮০ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ ইতিমধ্যে প্রকল্পের রূপ নিতে শুরু করেছে।

# ভারত-ইতালি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও চ্যালেঞ্জিং পর্যায়ে প্রবেশ করছে: রিপোর্ট

রোম, ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই ভারত ও ইতালির দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জিং পর্যায়ে প্রবেশ করছে বলে একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ডিকোড৩৯'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, রোমের জন ক্যাবট বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি প্রথম 'ট্র্যাক ১.৫' সংলাপের আয়োজন করা হয়, যেখানে গত কয়েক বছরে ভারত-ইতালি সম্পর্কের পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

ভারত ও ইতালি ২০২৩ সালে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ২০২৪ সালে দুই দেশ ২০২৫-২০২৯ সময়কালের জন্য একটি যৌথ কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মে মাসে ইতালি সফরের সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়।

নতুন কাঠামোর আওতায় দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীদের নেতৃত্বাধীন একটি ব্যবস্থা যৌথ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে কৌশলগত দিশা দেবে।

সম্প্রতি রোমে জন ক্যাবট বিশ্ববিদ্যালয়ের গুয়ারিনি ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের উদ্যোগে প্রথম ভারত-ইতালি 'ট্র্যাক ১.৫' সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রকাশ্য পর্বে ইতালিতে ভারতের রাষ্ট্রদূত বাণী রাও উপস্থিত ছিলেন। 'চ্যাথাম হাউস রুল'-এর আওতায় অনুষ্ঠিত আলোচনায় দুই দেশের সম্পর্কের পরিবর্তন নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। ২০২৭ সালে ভারত ও ইতালির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৮০ বছর পূর্তি হবে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারত ও ইতালির অর্থনৈতিক সম্পর্কের সম্ভাবনা পরিকাঠামোগত সংযোগের চেয়েও অনেক বিস্তৃত। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়াতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তবে শুল্ক-বহির্ভূত বাধা এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার পার্থক্য দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সংহতির ক্ষেত্রে এখনও চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও ভারত-ইতালি সম্পর্কের পরিধি বাড়ছে। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে সামরিক কর্মী বিনিময়, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহ, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিল্পক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব রয়েছে। পাশাপাশি নৌবাহিনীর সফর ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতেও দুই দেশ অংশ নিচ্ছে।

ভারত ও ইতালি এমন একটি সামুদ্রিক অঞ্চলের দুই প্রান্তে রয়েছে, যা ইন্দো-প্যাসিফিক, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপকে সংযুক্ত করে। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক রুটগুলির সুরক্ষা দুই দেশের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগত স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রেক্ষাপটে ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর (আইএমইসি) গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ইতালির জন্য আইএমইসি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে তার ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততা এবং ঐতিহ্যবাহী ভূমধ্যসাগরীয় যোগাযোগের মধ্যে একটি ভৌগোলিক সংযোগ তৈরি করতে পারে। ভারতের জন্য এই করিডর উপসাগরীয় অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরের মাধ্যমে ইউরোপীয় বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি করতে পারে।

ডিকোড৩৯-এর প্রতিবেদনে লেখক এমানুয়েল রসি উল্লেখ করেছেন, ২০২৭ সালে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৮০তম বার্ষিকী এবং সাংস্কৃতিক পর্যটন বর্ষ দুই দেশের সম্পর্কের ভিত্তি আরও বিস্তৃত করার সুযোগ তৈরি করবে। আগামী বছর জন ক্যাবট বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও বড় পরিসরে উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনার কথাও তিনি জানান।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব, ২০২৯ সাল পর্যন্ত কার্যকর যৌথ কর্মপরিকল্পনা, ২০ বিলিয়ন ইউরোর বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা, ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং আইএমইসির মতো উদ্যোগকে বাস্তব ফলাফলে পরিণত করাই এখন দুই দেশের সামনে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

১৭ সেপ্টেম্বর ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৬তম জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দুই দেশ তাদের 'গভীর বন্ধুত্বের বন্ধন' আরও শক্তিশালী করে সহযোগিতা ও সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি পাল্টা শুভেচ্ছার জন্য মেলোনিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভারত-ইতালির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে মেলোনি ইতালির যুদ্ধ-পরবর্তী ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁর সাফল্য কামনা করেন। একই সঙ্গে দুই দেশের বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মেলোনির প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন তিনি।

মেলোনি জবাবে বলেন, ভারত ও ইতালির সম্পর্ক বর্তমানে আগের যেকোনও সময়ের তুলনায় আরও শক্তিশালী। দুই দেশের বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে তিনি পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব এবং নতুন উন্নয়নের সুযোগ তৈরিতে দুই দেশের দক্ষতাকে একত্রিত করার অঙ্গীকার হিসেবে উল্লেখ করেন।

# 'নেশামুক্ত পাঞ্জাব যাত্রা' সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন অর্জুন রাম মেঘওয়াল

ফাজিলকা (পাঞ্জাব), ২০ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বিজেপির 'নেশামুক্ত পাঞ্জাব যাত্রা'কে সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন হিসেবে বর্ণনা করলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। রবিবার ফাজিলকার ওল্ড ভেজিটেবল মার্কেট থেকে তৃতীয় 'নেশামুক্ত পাঞ্জাব যাত্রা'র সূচনার আগে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই অভিযানের লক্ষ্য পাঞ্জাবের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদক থেকে রক্ষা করা এবং রাজ্যকে একটি উন্নত রাজ্যে পরিণত করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

জনসভায় বক্তব্য রাখার আগে মেঘওয়াল আসাফওয়ালা শহিদি স্মারকে যান এবং দেশের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করা সেনাদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা পাঞ্জাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সতীশ পুনিয়া, রাজ্য সভাপতি কেওয়াল সিং ধিলোঁ, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুনীল জাখড় এবং প্রাক্তন মন্ত্রী সুরজিৎ কুমার জিয়ানি।

মেঘওয়াল বলেন, কেউ কেউ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই যাত্রাকে দেখছেন। কিন্তু এটি কোনও রাজনৈতিক প্রচার নয়, বরং সামাজিক সংস্কারের একটি উদ্যোগ। বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার শুধু সরকারি কর্মসূচি পরিচালনা করে না, সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যেও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে বলে তিনি দাবি করেন। 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' এবং 'এক পেড় মা কে নাম'-এর মতো প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

মাদকের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহিবে গুরু অমর দাসের বাণীর উল্লেখ করে বলেন, এমন কোনও বস্তু থেকে মানুষকে দূরে থাকা উচিত, যার সেবন মানুষের মন, বুদ্ধি ও বিচারবোধকে প্রভাবিত করে।

গুরু নানক দেবের বাণীতে 'নাম সিমরণ'-এর গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন মেঘওয়াল। তাঁর বক্তব্য, মানুষের বিচারবোধ অটুট থাকলেই প্রকৃত অর্থে নাম সিমরণে মনোনিবেশ করা সম্ভব। সেই কারণেই মানুষকে নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অনুষ্ঠানে তিনি গুরু নানক দেবের একটি শবদও পরিবেশন করেন, যা উপস্থিত মানুষের প্রশংসা পায়।

মেঘওয়াল বলেন, মাদকবিরোধী সচেতনতা তৈরির বার্তা শিখ গুরুদের পাশাপাশি ভক্ত কবীর দাস ও গুরু রবিদাসের বাণীতেও পাওয়া যায়। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সচেতনতার সঙ্গে নেশামুক্ত পাঞ্জাবের প্রচারকে যুক্ত করলেই মানুষকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা সম্ভব বলে তিনি জানান। এটিই বিজেপির 'নেশামুক্ত পাঞ্জাব যাত্রা'র উদ্দেশ্য বলেও দাবি করেন তিনি।

রাজ্য বিজেপি সভাপতি ধিলোঁ বলেন, যারা পাঞ্জাবে মাদকের সমস্যা ছড়িয়েছে, তারা বিজেপির 'নেশামুক্ত পাঞ্জাব যাত্রা' নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। এই যাত্রার কারণে মুখ্যমন্ত্রীকে চাপে পড়তে হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

সাংরুরের মোহনজিৎ শেরন ও গুলজার সিংয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির উল্লেখ করে ধিলোঁ অভিযোগ করেন, মাদকের বিরুদ্ধে সরব হওয়া কণ্ঠস্বরকে দমন করছে সরকার। তাঁর দাবি, পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ফরিদকোটের বাসিন্দাদের একাংশ বাড়ির বাইরে 'বিক্রয়ের জন্য বাড়ি' লেখা বোর্ড লাগাচ্ছেন।

## নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে 'আমরা বাঙালী'র বিক্ষোভ, ৫ দফা দাবি

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, বেকারদের কর্মসংস্থান এবং টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ-সহ একাধিক দাবিতে আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল 'আমরা বাঙালী' দল। রবিবার আয়োজিত এই কর্মসূচিতে দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল, প্রচার সচিব দুলাল ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অশোক কুমার দাস-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে দলের নেতারা অভিযোগ করেন, পেট্রোল-ডিজেলের পাশাপাশি প্রতিদিনই নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাড়ছে। বিশেষ করে চালের দাম বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেন তাঁরা।

তাঁদের আরও অভিযোগ, স্মার্ট সিটি প্রকল্পের নামে করের বোঝা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। একদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে, অন্যদিকে ছোট ব্যবসায়ী ও স্থানীয় দোকানদারদের ব্যবসাও বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারি জমি ও পরিকাঠামো ব্যবহারের ক্ষেত্রেও স্থানীয় বেকারদের অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানানো হয়। শিক্ষাক্ষেত্র নিয়েও এদিন সরব হয় 'আমরা বাঙালী'। দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, বহু যুবক-যুবতী বিএড সম্পন্ন করে টেট উত্তীর্ণ হওয়ার পরও চাকরির অপেক্ষায় রয়েছেন। অথচ বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক-স্বল্পতার কারণে পড়াশোনায় সমস্যা হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনে নামতে হচ্ছে।

বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত গুরুত্ব না দিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। তাঁদের দাবি, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড হওয়ায় বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকারকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে।

এদিনের কর্মসূচি থেকে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরকারের সমালোচনাও করেন দলের নেতারা। বিশেষ করে এডিসি, ত্রিপাক্ষিক চুক্তি এবং বাঙালি সম্প্রদায়ের অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের কাছে স্পষ্ট অবস্থান জানানোর দাবি তোলা হয়। তবে এসব বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অভিযোগগুলির স্বাধীন সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে রাজ্যবাসীর স্বার্থে সরকারের কাছে মোট পাঁচ দফা দাবি জানানো হয়।

'আমরা বাঙালী'র পাঁচ দফা দাবি বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম টানতে হবে। বিভিন্ন সরকারি শূন্যপদে অবিলম্বে বেকারদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। দুর্গাপূজার আগে শহরের রাস্তাঘাট দ্রুত মেরামত করতে হবে। স্থানীয় বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে জমি দিয়ে দোকানপাট তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। অবিলম্বে টেট উত্তীর্ণ বেকারদের নিয়োগ করতে হবে।

## মাত্র ৬ দিন আগে কেনা বোলেরো পিকআপের চাকা খুলে নিয়ে গেল চোরের দল, সিধাইয়ে চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: রাতের অন্ধকারে বাড়ির সামনে রাখা মাত্র ছয় দিন আগে কেনা নতুন বোলেরো পিকআপ গাড়ির চাকা খুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে চোরের দলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সিধাই থানাধীন শনি বাজার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, শনি বাজার এলাকার বাসিন্দা স্বপন দেববর্মা মাত্র ছয় দিন আগে একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি কিনেছিলেন। প্রতিদিনের মতো শনিবার রাতে তিনি গাড়িটি বাড়ির সামনেই রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু রবিবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখতে পান, গাড়িটির চাকা খুলে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি নজরে আসার পরই তিনি সিধাই থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

গাড়ির মালিক স্বপন দেববর্মার অভিযোগ, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাঁর গাড়ির চাকা চুরি হয়েছে। তাঁর ধারণা, নেশাসক্ত ব্যক্তিরাই এই চুরির ঘটনায় জড়িত থাকতে পারেন। তবে চুরির সঙ্গে কারা জড়িত, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

এদিকে, দিনের পর দিন গাড়ির চুরি ও গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করায় এখন চোরের দলকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা যায় কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয়রা।

## জরুরী পরিষেবা

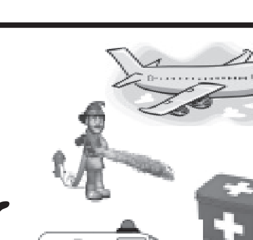

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে তিপ্রা মথার প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান, বুথ অফিস উদ্বোধন

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে তিপ্রা মথা দলের মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানালেন দলের নেতৃত্ব। নির্বাচনী প্রচারের অংশ হিসেবে পদ্মবিল আরডি ব্লকের অন্তর্গত রসরাজনগর এডিসি ভিলেজের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৪ নম্বর আসনের দলীয় প্রার্থী নরেশ দেববর্মার সমর্থনে বুথ অফিস উদ্বোধন করা হয়।

বুথ অফিস উদ্বোধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ১২ রামচন্দ্রঘাট এডিসি কেন্দ্রের এমডিসি জেমস দেববর্মা, দলের ব্লক সভাপতি অলন্দ্র দেববর্মা, ব্লক সহ-সভাপতি রুপু কুমার দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুমন দেববর্মা ও তপন দেববর্মা-সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।

অনুষ্ঠান শেষে এমডিসি জেমস দেববর্মা জানান, পদ্মবিল আরডি ব্লকের ১৭টি ভিলেজ কমিটির মোট ১৩৭টি আসনের মধ্যে তিপ্রা মথার প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১২৬টি সদস্যপদে জয়ী হয়েছেন। বাকি ১১টি আসনের মধ্যে এনডিএ জোটের আসন সমঝোতা অনুযায়ী চারটি আসন বিজেপিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট সাতটি আসনে জয়ের লক্ষ্যে দলীয়ভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে বলে জানান তিনি।

তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, রসরাজনগরে বুথ অফিস উদ্বোধনও সেই প্রচার কর্মসূচিরই অংশ। ভোটারদের কাছে পৌঁছে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালানোর পাশাপাশি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেও কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। এদিন রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে মোট তিনটি বুথ অফিস উদ্বোধন করা হয়। কর্মসূচিতে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্বাচনের আগে বুথস্তরে সংগঠনকে সক্রিয় করে ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর ওপরই গুরুত্ব দিচ্ছে তিপ্রা মথা নেতৃত্ব।

## সালকায় এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি-আইপিএফটির বাড়ি বাড়ি প্রচার

আগরতলা, ২০ সে প্টেম্বর: আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে সালকা এলাকায় নির্বাচনী প্রচার জোরদার করেছে বিজেপি ও আইপিএফটি। রবিবার এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। দলীয় নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন।এদিনের প্রচার কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির করবুক মণ্ডলের নেতৃত্ব এবং আইপিএফটির স্থানীয় নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁরা আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দলীয় প্রার্থী ও নির্বাচনী কর্মসূচি সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করেন।প্রচার চলাকালে এলাকার বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন দুই দলের নেতা-কর্মীরা। নির্বাচনের আগে তৃণমূল স্তরে জনসংযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি দলীয় সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। সালকা এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারকে কেন্দ্র করে এদিন নির্বাচনী তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে প্রচার কর্মসূচিতে উৎসাহ ও উদ্দীপনাও লক্ষ্য করা যায়। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী দিনগুলিতেও এলাকায় আরও জোরদার প্রচার চালানো হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

## রিজিওনাল কনফারেন্সের আগে পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি, ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: আসন্ন রিজিওনাল কনফারেন্সকে সামনে রেখে পথ নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করল দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব অফিসার্স-এর ত্রিপুরা রাজ্য শাখা ও রাজ্য মহিলা শাখা। সড়ক দুর্ঘটনা রোধ, ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

কর্মসূচিতে গাড়ি চালানোর সময় হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহার, নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলা এবং ট্রাফিক নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি পথচারী ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার বিষয়েও সচেতন করা হয়।

## নাবালিকাকে উদ্ধারে

● **আটের পাতার পর** সামনে অভিযুক্ত জনি দেববর্মার মা ঘটনাটি স্বীকার করেছেন বলে জানা যায়।ঘটনার পর নাবালিকার পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া, তাকে গ্রেপ্তার এবং নাবালিকাকে দ্রুত উদ্ধার করার দাবি জানিয়েছেন। পুলিশও অভিযুক্ত ও নাবালিকার সন্ধানে তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

## সিপাহীজলা জেলায়ও এসআইআর

● **আটের পাতার পর** সময়ে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির পুনর্গঠনের কাজ হবে ৫-১২-২০২৬ এর মধ্যে। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ১২-১২-২০২৬। এই তালিকার উপর দাবি ও আপত্তি জানানো যাবে ১২-১২-২০২৬ থেকে ১০-০১-২০২৭ পর্যন্ত সময়ে। নোটিশের ভিত্তিতে দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তি করা হবে ১২-১২-২০২৬ থেকে ৯-২-২০২৭ পর্যন্ত সময়ে।চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ১৫-২-২০২৭। উপ জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

## রাজ্যে ক্রিকেটের

● **আটের পাতার পর** অতিথি খেলোয়াড় হনুমা বিহারী ও বিজয় শঙ্করের অবদানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি বিসিসিআই আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ ও অনূর্ধ-১৯ প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা মহিলা ক্রিকেট দলের সাফল্যকে রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয় বলে অভিহিত করেন।

যুবসমাজকে নেশার কবল থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুস্থ দেহে সুস্থ মন বাস করে। খেলাধুলা তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও দলগত মানসিকতা গড়ে তোলে। সুনীল গাভাস্কার, শচীন টেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলির মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের আদর্শ অনুসরণ করে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তরুণ খেলোয়াড়দের আহ্বান জানান। ক্রিকেট ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার ভেদাভেদ ভুলে সকলকে একসূত্রে বাঁধে বলেও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, গ্রামীণ এলাকার প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের তুলে আনতে ক্রীড়া দপ্তর ''ট্যালেন্ট সার্চ স্কিম'' চালু করেছে। এর মাধ্যমে মহকুমা, জেলা ও রাজ্যস্তরে নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। অনূর্ধ-১৪, অনূর্ধ-১৭ ও অনূর্ধ-১৯ বিভাগে গ্রামীণ এলাকার খেলোয়াড়দের সাফল্য এই উদ্যোগের সুফল প্রমাণ করছে। তিনি খেলোয়াড় বাছাই, কোচিং ও মহকুমা স্তরের প্রতিযোগিতার গুরুত্বর কথা তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানে ২০২৫-২৬ বর্ষের ওয়ানডে টুর্নামেন্টের প্লেট গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ত্রিপুরার অনূর্ধ-১৫ ও অনূর্ধ-১৯ বালিকা দল এবং দলের সাপোর্ট স্টাফদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উভয় দলের হাতে ১০ লক্ষ টাকা করে চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও ২০২৬-২৭ বর্ষের দলীপ ট্রফিতে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ত্রিপুরার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার অভিজিৎ সরকারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। টিসিএ পরিচালিত বিভিন্ন ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সফল দল, ক্রিকেটার ও প্রশিক্ষকদেরও সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন টিসিএ-র সম্পাদক সুব্রত দে। উপস্থিত ছিলেন টিসিএ-র ভাইস প্রেসিডেন্ট উপানন্দ দেববর্মা, যুগ্ম সম্পাদক জয়ন্ত দে-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি তপন লোধ।

## বালিছড়ায় এডিসি ভিলেজ নির্বাচনের প্রচারে সিপিআই(এম), জনসংযোগে বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন

ধর্মনগর, ২০ সেপ্টেম্বর: আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে কালাছড়া ব্লকের বালিছড়া ভিলেজে নির্বাচনী প্রচার জোরদার করেছে সিপিআই(এম)। শনিবার ও রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ১ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় দলীয় প্রার্থী ও কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ ও প্রচার চালানো হয়।

প্রচারে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৫ নম্বর আসনের প্রার্থী শংকরী খয়ড়া এবং ৬ নম্বর আসনের প্রার্থী বিজন খাসিয়ার পক্ষে ভোটারদের কাছে সমর্থন চাওয়া হয়। পাশাপাশি ১ নম্বর ওয়ার্ডের ১ নম্বর আসনের প্রার্থী জয় লাল মানিক ত্রিপুরা এবং ২ নম্বর আসনের প্রার্থী রিং বুর মনি হালামের পক্ষে প্রচার চালিয়ে তাঁদের কাস্তে-হাতুড়ি-তারা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

জনসংযোগ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন। এছাড়াও ছিলেন সিপিআই(এম)-এর ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয়নাল উদ্দিন, জেলা কমিটির সদস্য রবীন্দ্রজিৎ রাজকুমার, চার প্রার্থীসহ দলের স্থানীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা।

প্রচার চলাকালে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং বামফ্রন্টের নীতি ও আদর্শ তুলে ধরেন। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের কাছে আবেদন জানানো হয়।

প্রচার শেষে বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন বলেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের পর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তাঁর দাবি, বাড়ি বাড়ি প্রচারের সময় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

একই সঙ্গে বর্তমান বিজেপি জোট সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। নির্বাচনের মাধ্যমে সেই ক্ষোভের জবাব জনগণ দেবে বলেও মন্তব্য করেন বিধায়ক।

## দুর্গাচৌমুহনীতে অপরাধ ও দুর্নীতিবিরোধী শপথ গ্রহণ, সচেতনতা গড়ে তোলার বার্তা

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: অপরাধ, দুর্নীতি ও সামাজিক অনিয়মের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন কন্টোল অ্যাওয়ারনেস সোসাইটি। রবিবার দুর্গাচৌমুহনী বিপণিবিতানে সংগঠনের রাজ্য প্রধান কার্যালয়ে সদস্যদের নিয়ে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলার শারদেশ্বরী মঠের মহারাজ সোমানন্দ মহারাজ। তাঁর উপস্থিতিতে এবং বক্তব্যের মাধ্যমে সংগঠনের সদস্যরা সততা, ন্যায়, মানবতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার শপথ গ্রহণ করেন।

শপথ অনুষ্ঠানে সদস্যরা ঘুষ ও দুর্নীতিকে কোনওভাবেই সমর্থন না করার পাশাপাশি অন্যায়, প্রতারণা ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে প্রতিবাদ জানানোর অঙ্গীকার করেন। পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার পরিবেশ গড়ে তুলতেও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তাঁরা।

প্রধান অতিথি সোমানন্দ মহারাজ তাঁর বক্তব্যে অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সংগঠনের সদস্যরা আগামী দিনেও আরও সক্রিয়ভাবে সমাজসেবামূলক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে যুক্ত থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০১৯ সাল থেকে অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে সংগঠনটি। বিভিন্ন সময়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে সততা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে আগামী দিনে অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আরও সুসংগঠিতভাবে কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করেন সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, শুধুমাত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার মাধ্যমেও অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব।

সততা, ন্যায় ও মানবতার বার্তা নিয়ে অনুষ্ঠিত এই শপথ গ্রহণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে আগামী দিনে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন কন্টোল অ্যাওয়ারনেস সোসাইটি।

## মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভাতার আবেদন বৃদ্ধ

● **আটের পাতার পর** কুমার ও সুখিনি দেববর্মা।

বৃদ্ধ দম্পতির আবেদন, তাঁদের বয়স ও আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। জীবনের শেষ সময়ে অন্তত সরকারি সহায়তায় যাতে কিছুটা স্বস্তিতে দিন কাটাতে পারেন, সেই আশাতেই এখন মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা।

## শাহের প্ররোচনায়

● **প্রথম পাতার পর** হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ওড়িশা, পাঞ্জাব, সিকিম, ত্রিপুরা, তেলঙ্গানা ও উত্তরাখণ্ড। এছাড়াও দিল্লি, চণ্ডীগড় এবং দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ভোটাররা নিজেদের নাম ও ভোটার তালিকার তথ্য যাচাই করতে নির্বাচন কমিশনের ভোটার পরিষেবা পোর্টাল ব্যবহার করতে পারেন।

## দাবি ও আপত্তি গ্রহণ শেষ আজ

● **প্রথম পাতার পর** পুর পরিষদ ও সাতটি নগর পঞ্চায়েত। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, আগরতলা পুর নিগমে ভোটকেন্দ্র ৪৩৯টি। পুর পরিষদগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট কেন্দ্র রয়েছে ধর্মনগরে- ৪৫টি। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উদয়পুর পুর পরিষদ- ৩৫টি। নগর পঞ্চায়েত গুলির মধ্যে ১৩টি করে ভোট কেন্দ্র রয়েছে অমরপুর, পানিসাগর ও সোনামুড়ায়। ১১টি করে ভোটকেন্দ্র রয়েছে কমলপুর, বিশ্রামগঞ্জ ও জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতে। খসড়া তালিকায় সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতে ভোট কেন্দ্র রয়েছে মাত্র নয়টি।

## যৌথ প্রচারের

● **প্রথম পাতার পর** চালাতে পারে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, প্রতিটি এলাকায় যৌথ প্রচারের প্রয়োজন হবে এমন নয়। স্থানীয় পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কৌশল গ্রহণ করা হবে।

তিনি বলেন, ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বাড়ি বাড়ি প্রচার, উঠান বৈঠক, বাজারভিত্তিক সভা এবং ছোট ছোট জনসমাবেশ। মূলত স্থানীয় স্তরেই এই কর্মসূচিগুলি আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, আজ বৈঠকটি রাজ্যস্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যৌথ প্রচারের সম্ভাবনা, জোটসঙ্গীদের মধ্যে সমন্বয় আরও সুদৃঢ় করা এবং নির্বাচনী প্রচারে উদ্ভূত সমস্যাগুলি সম্মিলিতভাবে কীভাবে সমাধান করা যায়, সে বিষয়েই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন মূল লক্ষ্য হল সমস্যাগুলি যৌথভাবে মোকাবিলা করা এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে জোটসঙ্গীদের মধ্যে এই সমন্বয় আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

তিনি আরও জানান, বৈঠকে আলোচিত বিষয়গুলি তিপ্রা মথা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মা, বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায় এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহার অবগতিতে রাখা হয়েছে।

## উত্তর জেলাজুড়ে

● **প্রথম পাতার পর** সেদিকেও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উত্তর ত্রিপুরা জুড়ে যৌথ বাহিনীর টহল, রুট মার্চ, চেকপোস্টে তল্লাশি এবং সার্বক্ষণিক নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

## এনসিসির লক্ষ্য সামরিক প্রশিক্ষণের

● **প্রথম পাতার পর** আগরতলার ভগৎ সিং যুব আবাসে আয়োজিত এনসিসি ১৫ ব্যাটালিয়নের ক্যাডেটদের সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচিতে ক্যাডেটদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এডিজি জানান, এনসিসির লক্ষ্য কেবলমাত্র সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া নয়। ক্যাডেটদের মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে একজন ভালো ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তরুণদের গড়ে তোলাই এনসিসির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলে জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত প্রযুক্তি ও চাহিদার কথা মাথায় রেখে এনসিসির প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাতেও আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ক্যাডেটদের ড্রোনসহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি নানা ধরনের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে।

এ ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও দক্ষ, আত্মনির্ভর ও দায়িত্বশীল করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান এনসিসির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এডিজি।

## ঊনকোটি জেলা বার অ্যাসোর

● **প্রথম পাতার পর** মূল প্রশ্ন তোলেন সন্দীপ দেবরায়। তাঁর দাবি, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঊনকোটি জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটার তালিকায় সদস্য ছিলেন ৭৮ জন। পরবর্তীতে প্রকাশিত তালিকায় সেই সংখ্যা কমে ৬৭ জন হয়েছে। ফলে ১১ জন আইনজীবীর নাম কেন বাদ পড়ল, সেই প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন তিনি।

সন্দীপ দেবরায়ের অভিযোগ, বাদ পড়া কয়েকজন আইনজীবী ওয়ান স্টপ সেন্টার, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইনি সহায়তা প্রদানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর দাবি, এসব কাজ তাঁদের স্থায়ী সরকারি চাকরি নয়। নির্দিষ্ট কাজ এবং ওয়ার্ক রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁরা পারিশ্রমিক পান।

এই ধরনের কাজে যুক্ত কয়েকজন আইনজীবীর নাম কীভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে একটি 'টেকনিক্যাল' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার ফলে নির্দিষ্ট কয়েকজন আইনজীবী ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

আইনজীবীদের একাংশের অভিযোগ, বিষয়টি শুধুমাত্র সাধারণ প্রক্রিয়াগত কারণে হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তাঁদের দাবি, ভোটার তালিকা প্রস্তুতি, নির্বাচনের দিনক্ষণ নির্ধারণ এবং দীর্ঘ সময় পর নির্বাচন আয়োজনএই সমস্ত বিষয়ই স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

তবে এসব অভিযোগ ও দাবির বিষয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এই প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি। ফলে নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলির নিষ্পত্তি কীভাবে হয়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে।

## ৪০ লাখ টাকা সহ

● **প্রথম পাতার পর** সুপারি ব্যবসার লেনদেনের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে তাঁদের বক্তব্যে কিছু অসংগতি পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। পাঁচজনের বাড়ি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হওয়া এবং টাকার উৎস সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্যে অসামঞ্জস্য থাকায় বিষয়টি নিয়ে পুলিশের সন্দেহ আরও বেড়েছে।

উদ্ধার হওয়া ৪০ লক্ষ টাকা গণনা মেশিনের মাধ্যমে গণনা করা হয়। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন কমলপুর মহকুমার ডিসিএম অদিতি দাস, কমলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌরভ দাস, কমলপুর থানার পুলিশ অফিসার কপিল পাল-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও সাব-ইন্সপেক্টররা।

বিপুল পরিমাণ এই নগদ অর্থের প্রকৃত উৎস কোথায়, কোন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা এসেছে এবং এর পেছনে কোনও চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার পরই টাকার প্রকৃত উৎস এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া ৪০ লক্ষ টাকা এবং আটক পাঁচজনকে আগামীকাল আদালতে সোপর্দ করা হবে।

## কোয়াইফাংয়ে বন্যহাতির

● **প্রথম পাতার পর** গাছপালা ও কৃষিজ ফসলেরও ক্ষতি হয়েছে। বিষয়টি রাজ্যের বন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মার সঙ্গে আলোচনা করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকারি সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এছাড়া কৃষি দপ্তরের মাধ্যমে চাষ করা কলাগাছও বন্যহাতির আক্রমণে নষ্ট হয়েছে বলে জানান তিনি। ক্ষতিগ্রস্ত কলাচাষিদের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়টি কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে বলেও আশ্বাস দেন মন্ত্রী। বন্যহাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকারি সহায়তা দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা।

## গোল্ডেন রান - সিটি ম্যারাথন

● **আটের পাতার পর** সম্পন্ন হওয়ার পর স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ অনুষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান সাড়া নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন,

"প্রতি বছর গোল্ডেন রান আয়োজন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং প্রত্যেক সংস্করণের সঙ্গে এই ইভেন্টের পরিধি ও মানুষের অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একটি দৌড়ের অনুষ্ঠান করা নয়, বরং আরও বেশি সংখ্যক মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে স্বাস্থ্যকর ও সক্রিয় জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহিত করা। এবারের অংশগ্রহণ আমাদের সত্যিই উৎসাহিত করেছে। প্রবল বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ যে উৎসাহের সঙ্গে এই রানে অংশ নিয়েছেন এবং রান সম্পূর্ণ করেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমরা আগামী বছরগুলিতে গোল্ডেন রানকে আরও বড় ও আরও সুন্দর করে তুলতে চাই এবং আমাদের সমাজে স্বাস্থ্য ও ফিটনেসের একটি ইতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখব।"

স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের উদ্যোগে আয়োজিত গোল্ডেন রান — সিটি ম্যারাথন শুধুমাত্র একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান নয়; এটি ফিটনেস, ইতিবাচক মানসিকতা, সামাজিক সম্প্রীতি, একসঙ্গে এগিয়ে চলা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের বার্তা বহনকারী একটি কমিউনিটি উদ্যোগ।

প্রতিটি সংস্করণের সঙ্গে গোল্ডেন রানকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কাজ করছে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আগামী দিনে আরও বেশি শহর, রাজ্য ও মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এই অনুষ্ঠানকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে আয়োজকদের। এর মাধ্যমে আগরতলাকে একটি ক্রমবর্ধমান কমিউনিটি স্পোর্টিং হাব হিসেবে আরও শক্তিশালী করে তোলার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেছে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স।

গোল্ডেন রান — সিটি ম্যারাথন ২০২৬-কে সফল করে তোলার জন্য সকল অংশগ্রহণকারী, স্বেচ্ছাসেবক, স্পনসর, পার্টনার, ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন, মেডিক্যাল টিম, প্রশাসন, পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগ, ইভেন্ট পার্টনার এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স।

### প্রেস ক্লাবে জমজমাট ইনডোর গেমস

# টিটি-তে পার্থজিৎ ও চাইনিজ চেকারে সুপ্রভাত চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব-কমিটির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ইনডোর গেমস টুর্নামেন্ট উৎসবমুখর পরিবেশে রবিবার প্রেস ক্লাবের হল ঘরে অনুষ্ঠিত হলো। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত লুডো, দাবা ও ফুটবল টুর্নামেন্টের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় রবিবার দুপুর ২টোয় টেবিল টেনিস এবং ৩টে ৩০ মিনিটে চাইনিজ চেকার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এই ক্রীড়া আসরের দ্বিতীয় পর্যায় ফের সূচনা হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি চিত্রা রায়, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, সহ-সম্পাদক তথা স্পোর্টস কমিটির কনভেনার অভিষেক দে, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, কার্যকরী সদস্য অভিষেক দেববর্মা এবং স্পোর্টস কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক খেলোয়াড়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও জোরকদম প্রস্তুতিতে গোটা প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণ মেতে ওঠে ক্রীড়া উৎসবে। রবিবার আয়োজিত জমজমাট টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অসাধারণ ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পার্থজিৎ দত্ত, রানার্স হন কৌশিক সমাজপতি এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মনিময় রায়। এই খেলাটি সফলভাবে পরিচালনা করেন চঞ্চল চৌধুরী, জিসান চৌধুরী ও শ্রেয়শী চক্রবর্তী। অন্যদিকে, বুদ্ধিমত্তা ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ চাইনিজ চেকার প্রতিযোগিতায় নৈপুণ্য দেখিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন সুপ্রভাত দেবনাথ। এই বিভাগে শিসান চক্রবর্তী রানার্স এবং মেঘধন দেব তৃতীয় স্থান লাভ করেন। বিজয়ী খেলোয়াড়দের এই সাফল্যকে ক্লাবের সদস্য ও ক্রীড়াপ্রেমীরা উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইনডোর গেমসের পরবর্তী সূচি অনুযায়ী আগামীকাল, সোমবার সকাল ১১টায় ক্যারাম সিঙ্গেলস এবং ২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) দুপুর ২টো থেকে এন এস আর সি সি-র ব্যাডমিন্টন হল ঘরে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের ব্যাডমিন্টন সিঙ্গেলস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এক প্রেস বিবৃতিতে স্পোর্টস সাব-কমিটির কনভেনার অভিষেক দে জানান, এই ক্রীড়া আসরের পাশাপাশি আগামী দিনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার সময়সূচিও চূড়ান্ত করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী জানুয়ারি মাসে প্রেস ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ফেব্রুয়ারি মাসে সাংবাদিকদের বহুল প্রতীক্ষিত 'আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

# জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো টিসিএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নম্বর হলে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত হলো বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। রাজ্যের ক্রিকেট প্রেমী ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের মিলনমেলায় বিকেল ৩টায় এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। প্রদীপ প্রজ্বলন, জাতীয় গীত ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত কব্য রাখেন টিসিএ-র সম্পাদক সুব্রত দে। পরবর্তীতে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ১৩ মিনিটের একটি বিশেষ অডিও-ভিডিও প্রদর্শনী ও সংবর্ধনা প্রদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের পাশাপাশি টিসিএ-র সাধারণ পর্ষদের সদস্যদের বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় রাজ্যের ক্রীড়াঙ্গনের অগ্রগতি তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। এ দিনের অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ ছিল রাজ্যের কৃতী ক্রিকেটার ও দলগুলোর গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা। পুরস্কার বিতরণী পর্বে ২০২৫-২০২৬ ক্রিকেট মরশুমে বিসিসিআই প্লেট গ্রুপ একদিনের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া ত্রিপুরার অনূর্ধ-১৫ এবং অনূর্ধ-১৯ বালিকা ক্রিকেট দল ও তাদের সাপোর্ট স্টাফদের বিশেষ পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও ২০২৬-২০২৭ মরশুমের বিসিসিআই দলীপ ট্রফিতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনের জন্য ত্রিপুরার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার অভিজিৎ সরকার-কে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়। পরিশেষে, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তপন লোধের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে এই সফল ও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

# রোহিত ইস্যুতে সংঘাত, মতবিরোধ লক্ষ্মণের সঙ্গেও! আগরকরের বিদায়ের নেপথ্যে একাধিক বিস্ফোরক কারণ

প্রধান নির্বাচক পদে অজিত আগরকর আর থাকছেন না। এমনটা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু কেন তাঁর চুক্তি নবীকরণ করা হল না? শনিবার প্রকাশ্যে এল কিছু কারণ। রোহিত শর্মার অবসরের বিষয় নিয়ে বোর্ডকর্তাদের সঙ্গে আগরকরের মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল। কেবল তা-ই নয়, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্বে থাকা ভিভিএস লক্ষ্মণের সঙ্গেও তাঁর একাধিক বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছিল বলে খবর।

ইংল্যান্ড সিরিজের পর দলের পারফরম্যান্স পর্যালোচনা করতে কয়েক দিন আগে মুম্বইয়ে বৈঠক ডেকেছিল বোর্ড। পারিবারিক কারণে সেই বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি আগরকর। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বিষয়টি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও, বোর্ডের একাংশ তাঁর অনুপস্থিতিতে খুশি হয়নি বলেই খবর। আগরকর নিজে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গত কয়েক দিনে বিসিসিআইয়ের তরফে যে ইঙ্গিত মিলেছে, তাতে কার্যত স্পষ্ট হয়ে যায়, প্রধান নির্বাচক পদে নতুন মুখ চাইছে বোর্ড।

সমস্যার সূত্রপাত ইংল্যান্ড সিরিজের আগেই। আগরকর চেয়েছিলেন, ওয়ানডে দলে রোহিত শর্মাকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগোতে। নির্বাচকমণ্ডলীর বাকি সদস্যেরাও সেই সিদ্ধান্তে সম্মত ছিলেন বলে জানা যায়। রোহিতকে সিদ্ধান্তের কথা জানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রজ্ঞান ওঝাকে। তবে বিশ্বকাপ খেলার ব্যাপারে প্রবল আগ্রহী রোহিত নির্বাচকদের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পরে বোর্ডের এক কর্তার সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিজের অসন্তোষের কথা জানান। এর পরেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়। বোর্ড সচিব সাইকিয়া রোহিতের পক্ষ নিয়ে মন্তব্য করেন। লর্ডস ম্যাচের আগে রোহিতের অবসরের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেন তিনি। সেই মন্তব্যে আগরকর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে খবর।

বোর্ডের এক সূত্র সংবাদ সংস্থাকে বলেছে, "সেদিনই অজিত বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে আর দায়িত্বে থাকা সহজ হবে না। এমনকী বোর্ড যে বিবৃতি দিয়েছে, সে বিষয়েও আগে থেকে অবগত ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন, ভবিষ্যতে দলের বড় ক্রিকেটারদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আর তাঁর হাতে থাকবে না।" দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি বরাবরই নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন আগরকর। রোহিতের বিকল্প হিসাবে যশস্বী জয়সওয়ালকে বিশ্বকাপের আগে অন্তত ২০টি ওয়ানডে খেলার সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাঁর যুক্তি ছিল, ভবিষ্যতের দল তৈরি করতে হলে তরুণ ক্রিকেটারদের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। লর্ডস টেস্টে রোহিত ভালো খেললেও আগরকর মনে করেননি, দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেও তিনি একই ভাবে সফল হবেন। পরবর্তীতে তাঁর কাছে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। ভারতীয় ক্রিকেটের মহাতারকাদের অবসর বা ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সব সময় নির্বাচকদের হাতে থাকে না। প্রশাসনের ভূমিকা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্মণের সঙ্গেও মতপার্থক্য তৈরি হয়েছিল আগরকরের। দীর্ঘদিন সতীর্থ হিসাবে খেললেও চোট পাওয়া ক্রিকেটারদের নিয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দু'জনের অবস্থান সব সময় এক ছিল না। রাজ্য দলের এক প্রাক্তন কোচের কথায়, কেউ যদি মনে করেন বিরাট কোহলি বা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো যে কোনও মূল্যে জেতার মানসিকতা লক্ষ্মণের নেই, তা হলে তিনি ভুল করছেন। প্রতিযোগিতা যে ধরনেরই হোক, লক্ষ্মণ সব সময় সেরা একাদশ খেলানোর পক্ষেই থাকেন। রাজ্য দলের এক প্রাক্তন কোচের বক্তব্য, "কেউ যদি মনে করেন বিরাট কোহলি বা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো যে কোনও মূল্যে জেতার মানসিকতা লক্ষ্মণের নেই, তা হলে তিনি ভুল করছেন। প্রতিযোগিতা যে ধরনেরই হোক, লক্ষ্মণ সব সময় সেরা একাদশ খেলানোর পক্ষেই থাকেন।" এশিয়ান গেমসের দল নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আগরকর প্রথম সারির ক্রিকেটারদের নিয়ে দল তৈরি করেছিলেন। অথচ প্রতিযোগিতাটি তুলনায় দ্বিতীয় সারির। গত বারও রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে দল পাঠানো হয়েছিল, কারণ ভারতের মূল দলের ক্রিকেটারেরা বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। ইরানি কাপ এবং ভারত 'এ' দলের নির্বাচন নিয়েও আগরকর ও লক্ষ্মণের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছিল বলে খবর। ক্রিকেটারদের চোট নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও উৎকর্ষ কেন্দ্রকে বারবার দায়ী করায় লক্ষ্মণ সম্প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, আগরকরের চুক্তি নবীকরণ না হওয়ার নেপথ্যে একাধিক বিষয়ে বোর্ডের সঙ্গে তৈরি হওয়া মতপার্থক্যই প্রধান হয়ে উঠেছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

# ক্রীড়া সাংবাদিকের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালককে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব টিএসজেসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর।। পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বাড়ি ফেরার পথে প্রাণঘাতী হামলার শিকার হলেন "স্যন্দন" পত্রিকার সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক দীপক দে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর রাতে কাশিপুর এলাকায় একটি লাল রঙের গাড়ি (TR03R0380) তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। দীর্ঘ তিন দিন চিকিৎসার পর চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিলেও, তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে বেশ কিছু সময় লাগবে বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংবাদমাধ্যমে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে "স্যন্দন" পত্রিকা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বোধজংনগর থানায় একটি লিখিত এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে "ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্টস ক্লাব"। ক্লাবের সম্পাদক অনির্বাণ দেব এক বিবৃতিতে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। ক্লাবের পক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে ঘাতক গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা এবং ঘটনার সাথে জড়িত অভিযুক্ত চালককে গ্রেপ্তার করে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জোর দাবি জানানো হয়েছে।

## শ্রীলঙ্কাকে চুনকাম করে শীর্ষে ইংল্যান্ড টি-টোয়েন্টির ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেল বিশ্বজয়ী ভারত

টি-টোয়েন্টি সিরিজে শ্রীলঙ্কাকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসির) ক্রমতালিকায় শীর্ষে উঠে এল ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেল ভারত। শনিবার শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে চরিথ আশালঙ্কারা করেন ১২৪ রান। জবাবে ৯.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১২৬ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেন হ্যারি ব্রুকেরা। আফগানিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েও ক্রমতালিকায় এক নম্বর জায়গা ধরে রাখতে পারলেন না শ্রেয়স আয়ারেরা। শ্রীলঙ্কাকে টানা ১৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হারিয়ে শীর্ষে উঠে এলেন ব্রুকেরা। আইসিসির নতুন ক্রমতালিকায় ইংল্যান্ড এবং ভারত দু'দলেরই রেটিং ২৬৯। কিন্তু বিশ্বচ্যাম্পিয়নেরা খেলেছেন ৬৪টি ম্যাচ। অন্য দিকে, ইংল্যান্ড খেলেছে ৪১টি ম্যাচ। পয়েন্টেও এগিয়ে রয়েছেন শ্রেয়সেরা। ভারতের পয়েন্ট ১৭২০১ এবং ইংল্যান্ডের ১১০২১। কম ম্যাচ খেলেও সমান রেটিংয়ের সুবাদে এক নম্বরে চলে এসেছেন ব্রুকেরা। ক্রমতালিকায় তিন নম্বরে অস্ট্রেলিয়া। তাদের রেটিং ২৬০। চার নম্বরে রয়েছে নিউ জিল্যান্ড। তাদের রেটিং ২৪৭। পাঁচ নম্বরে থাকা সাউথ আফ্রিকার রেটিং ২৪৩। এর পর ২৪০ রেটিং নিয়ে ছয় নম্বরে পাকিস্তান। ২৩৪ রেটিং নিয়ে সাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২২৪ রেটিং নিয়ে আটে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা রয়েছে নয় নম্বরে। তাদের রেটিং ২২০। আফগানিস্তানের রেটিং ২২০। তবে পয়েন্ট কম হওয়ায় ১০ নম্বরে রয়েছেন আফগানেরা। ম্যাঞ্চেস্টারের ২২ গজে প্রত্যাশা অনুযায়ী ব্যাট করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। ওপেনার পাথুম নিশঙ্কা (২৪ বলে ৩৬) এবং পাঁচ নম্বরে নামা কামিন্দু মেন্ডিস (২৮ বলে ৩৫) ছাড়া কেউই দলকে ভরসা দিতে পারেননি। ১৮.৫ ওভারেই শেষ হয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ইংল্যান্ডের সফলতম বোলার সনি বাকের ১৭ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ২৩ রানে ২ উইকেট জফ্রা আর্চারের। উইল জ্যাকস ৩১ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ১টি করে উইকেট পেয়েছেন লিয়াম ডসন এবং জেমি ওভারটন। জবাবে শুরুটা ভাল হয়নি ইংল্যান্ডেরও। ওপেনার অ্যানেউরিন ডোনাল্ড (১৩) দ্রুত আউট হয়ে যান। তবে অন্য ওপেনার জো রুট এবং ব্রুক পরিস্থিতি সামলে দলকে জয় এনে দেন। রুট ৭টি চার, ২টি ছয়ের সাহায্যে ৩২ বলে ৬২ রান করে অপরাজিত থাকেন। ব্রুক করেন ২১ বলে ৩৩। শ্রীলঙ্কার থারিন্দু রত্নায়েকে ২৮ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

## নেতৃত্ব হারিয়ে ক্ষুব্ধ রশিদ, সরব আফগান ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে

ক্ষুব্ধ রশিদ খান। নিজের দেশের ক্রিকেট বোর্ডের আচরণে অসন্তুষ্ট বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। রশিদের অভিযোগ, তাঁকে না জানিয়েই টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানিস্তানকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ইব্রাহিম জাদরান। দল ঘোষণার সময় আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) জানায়, টি-টোয়েন্টি দলের নতুন অধিনায়ক করা হয়েছে জাদরানকে। রশিদের দাবি, তিনিও সেই ঘোষণার সময়ই নেতৃত্ব হারানোর কথা জেনেছেন।

একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রশিদ বলেছেন, "কী হয়েছিল, আমি তা-ও জানি না। বোর্ড যখন ঘোষণা করল, তখন জানতে পারি আমি আর অধিনায়ক নই। নেতৃত্ব বদল করা হয়েছে। আমায় আগে কিছুই জানানো হয়নি।" জাদরানের নেতৃত্বে খেলতে তাঁর সমস্যা নেই বলেও জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, রশিদের নেতৃত্বে গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তান ভাল ফল করতে না পারলেও ২০২৪ সালের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল। ৪৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে রশিদ নেতৃত্ব দিয়েছেন আফগানিস্তানকে। তার মধ্যে ২৬টি ম্যাচে জিতেছেন আফগানেরা। হার ২২টি।

নেতৃত্ব হারিয়ে কিছুটা হতাশ রশিদ। তিনি বলেছেন, "আমার নেতৃত্বে আফগানিস্তান বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলেছে। আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দলকে হারিয়েছি। কিন্তু কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অধিনায়ক না থাকলেও সামনে এগোতে চাই। অধিনায়ক থাকলাম কিনা, এটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আফগানিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছি। এর জন্যই আমি গর্বিত। আমার সব দক্ষতা দিয়ে দলকে সাহায্য করে যাব।" তিনি আরও বলেছেন, "ভাল পারফর্ম করা এবং দলের জয়ে অবদান রাখতে পারি আমি। এটা আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।" নেতৃত্বের দায়িত্ব হারালেও আফগানিস্তানের জন্য সব সময় নিজের ১০০ শতাংশ দিতে চান। সতীর্থদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চান রশিদ। তিনি বলেছেন, "আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখা। ভারতকেও হারাতে পারি, এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আমরা ভারতের কাছে অনেক বার হেরেছি। আমাদের ক্রিকেটারে জানে, আমরা কখনও ভারতকে হারাতে পারিনি। এটা হতাশার। ভারতের বিরুদ্ধে আমরা যেন দিশাহারা হয়ে পড়ি।" রশিদ বিশ্বাস করেন, ভারতকে হারানোর মতো জায়গায় পৌঁছোবে আফগানিস্তানের ক্রিকেট।

## নাগোয়া এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রথম পদক

নাগোয়া এশিয়ান গেমসে প্রথম পদক জিতল ভারত। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত বিভাগে রুপো জিতলেন সোনম মাসকার, ইলাভেনিল ভালারিভান এবং বিদারসা বিনোদ কে। জাপানকে ০.৯ পয়েন্টের ব্যবধানে হারিয়ে রুপো এসেছে এই ইভেন্টে। এশিয়ান গেমস থেকে ভারতের পদক জয় শুরু হয়ে গেল শুটিংয়ের হাত ধরে। মহিলা খেলোয়াড়েরা দেশকে প্রথম পদক দিলেন। চার দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত বিভাগে চিনের কাছে হারল ভারত। ১৯০৪.২ পয়েন্ট পেয়ে সোনা জিতেছে চিন। ভারতীয় শুটারদের সংগ্রহ ১৮৯৮.০ পয়েন্ট। তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে আয়োজক জাপান। তাদের সংগ্রহ ১৮৯৭.১ পয়েন্ট। একটা সময় পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়াও পদকের লড়াইয়ে ছিল। শেষ দিকে চো এনুবেয়োল পর পর কয়েকটি খারাপ শট মারায় লড়াই থেকে ছিটকে যায় তারা। দক্ষিণ কোরিয়া ১৮৯৫.৮ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করে চতুর্থ স্থানে। দলগত রুপো জয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে উঠেছেন সোনম এবং ইলাভেনিল। ৬৩৪.১ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ হয়ে ফাইনালে উঠেছেন সোনম। ৬৩৩.৫ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম হয়ে প্রথম আটে জায়গা করে নিয়েছেন ইলাভেনিল।

# 'দশ ওভার বল করার অবস্থায় এখনও আসেনি', হার্দিককে নিয়ে সাফ কথা গম্ভীরের

ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়ার প্রত্যাবর্তন নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চান না হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় কোচের পরিষ্কার কথা, আগে নিজের ম্যাচ ফিটনেস প্রমাণ করুন হার্দিক। তার পর অবশ্যই দলে ফিরবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত নীতীশ কুমার রেড্ডিকে নিয়ে চলতে কোনও অসুবিধে নেই গম্ভীরের। কারণ, তাঁর মতে নীতীশ যথেষ্ট ভালো বিকল্প হার্দিকের। আগামী অক্টোবর থেকে ভারত 'এ'-র জার্সিতে নামছেন হার্দিক। অস্ট্রেলিয়া 'এ'-র বিরুদ্ধে। গত আইপিএলের পর মাঠে নামতে দেখা যায়নি ভারতীয় অলরাউন্ডারকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে শেষ দিকে ম্যাচও খেলতে পারেননি তিনি। হার্দিকের বিকল্প যিনি, সেই নীতীশ রেড্ডিকে প্রথমে এশিয়ান গেমসের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তার পর সেখান থেকে সরিয়ে তাঁর অন্তর্ভুক্তি ঘটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে স্কোয়াডে। গত বুধবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের দলে নাম ঘোষণা হয় নীতীশের। পরের দিনই, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন উইকেট নিয়ে তিনি সেই সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়ে যান। "গেমসের টি-টোয়েন্টি টিম থেকে নীতীশকে সরিয়ে দেওয়ায় ভালোই হল। ও এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলতে পারবে। আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তাই পেসার অলরাউন্ডার বিকল্প যত আমাদের হাতে থাকবে, তত ভালো। হার্দিক ফিরে এলে ব্যাপারটা আরও ভালো হবে। এমনও হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা নীতীশ আর হার্দিক, দু'জনকেই খেলালাম," আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে উঠে বলে দিয়েছেন গম্ভীর। সঙ্গে যোগ করেছেন, "তবে হার্দিকের উপর আমরা এখনই চাপ সৃষ্টি করতে চাই না। প্রথমত, আইপিএলের পর ও খুব বেশি ম্যাচ খেলেনি। এই মুহূর্তে ১০ ওভার বল করার জায়গাতেও নেই হার্দিক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওর প্রত্যাবর্তন নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাই না আমরা। কারণ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ নেওয়া সহজ নয়।" পরিস্থিতি যা, তাতে হার্দিকের ক্ষেত্রে আসন্ন ভারত 'এ'-র ম্যাচগুলো অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে। যদি তিনি সেখানে খেলতে নেমে কোনও অস্বস্তি অনুভব না করেন, তা হলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে আসতে বেশি সময় লাগবে না। "ভারত 'এ'-র হয়ে খেলতে গিয়ে কোনও সমস্যা না হলে, টি-টোয়েন্টি আর ওয়ানডে সেট আপে চলে আসবে হার্দিক," বলে দিয়েছেন গম্ভীর। আগামী দেড় মাস ধরে তিনটে ভারতীয় দলকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে খেলতে দেখা যাবে। সমান্তরাল ভাবে খেলবে দু'টো ভারতীয় 'এ' দল। ইরানি ট্রফিতে মাঠে নামবে আবার অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশও। ভারতীয় দলের গোটা বছরই ঠাসা ক্রীড়াসূচি থাকে। কিন্তু এবার যা রয়েছে, সেটা অন্যান্যবারের চেয়েও অধিক। গম্ভীর নিজেও মানছেন সেটা। বলছেন, "এক বছরের মধ্যে ওয়ানডে বিশ্বকাপ রয়েছে। সেই বিচারে এটা যে আদর্শ অবস্থা, বলা যাবে না।" একদিকে, প্রথম সারির জাতীয় টি-টোয়েন্টি দল খেলতে যাচ্ছে এশিয়ান গেমসে। সেই একই স্কোয়াড, জাপানের সঙ্গে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর একটা ম্যাচ খেলবে। যার ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দেশের মাঠে তুলনামূলক কম শক্তিশালী স্কোয়াড নিয়ে খেলতে হবে ভারতকে। "এশিয়াডের স্কোয়াড অনেক আগে তৈরি করে ফেলা হয়েছিল। আর নির্বাচকদেরও বা কী করার আছে? তাঁদের তো প্রতিটা ক্ষেত্রেই সেরা স্কোয়াড নির্বাচন করতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের স্কোয়াডে আকিব নবি, নমন ধীররা রয়েছে। এটা তো ওদের কাছেও সুযোগ," বক্তব্য টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচের।

Page 3_5_7- JAGARAN2222.pmd 1 21-09-2026, 00:11

# রাজ্যে ক্রিকেটের পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: রাজ্যে ক্রিকেটের পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। সেকেরকোটে অত্যাধুনিক ক্রিকেট অ্যাকাডেমি নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই ৩০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী দিনে এই অ্যাকাডেমিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের খেলোয়াড়রাও প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি বহু প্রতীক্ষিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজও প্রায় শেষের পথে। খুব শীঘ্রই সেখানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০২৬-এ প্রধান অতিথির ভাষনে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে অন্যান্য খেলাধুলার পাশাপাশি ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অভিভাবকরাও তাঁদের সন্তানদের ক্রিকেটের প্রতি উৎসাহিত করছেন। টিসিএ ও বিসিসিআই-এর যৌথ প্রচেষ্টায় ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছেন। রাজ্যের ক্রিকেটের উন্নয়নে টিসিএ-কে সরকার প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

ক্রিকেট পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেকেরকোটে প্রস্তাবিত ক্রিকেট অ্যাকাডেমি শুধু ত্রিপুরার নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খেলোয়াড়দের জন্যও প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়েছেন। খুব শীঘ্রই সেখানে বড় মাপের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। গ্রামীণ স্তরে ক্রিকেটের প্রসারে কৈলাশহর, বিলোনিয়া ও জিরানিয়ার মতো জায়গাতেও উন্নত প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড তৈরি করা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

রাজ্যের ক্রিকেটারদের সাফল্যের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১০০টি রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ খেলার অনন্য নজির গড়ায় মণি শংকর মুড়াসিংকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান। ক্রিকেটার শ্রীদাম পালের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এবং

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ১১তম আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সচেতনতামূলক মিছিল, আয়ুর্বেদের প্রসারে জোর

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: ১১তম আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষে আগরতলা শহরে আয়োজিত হল সচেতনতামূলক পদযাত্রা। আয়ুর্বেদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাচীন এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসারের বার্তা নিয়ে আয়োজিত মিছিলে অংশ নেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ, জেলা শাসক ড. বিশাল কুমার-সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা।

এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ জানান, এবারের আয়ুর্বেদ দিবস ত্রিপুরার জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই রাজ্যে আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজও চালুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, আয়ুর্বেদ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হল আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির গুরুত্বকে নতুন করে স্মরণ করা এবং আধুনিক সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ ঘটানো। একইসঙ্গে প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, ল্যাব টেকনিশিয়ান এবং চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সকলকে আয়ুর্বেদের উন্নয়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অন্যদিকে, জেলা শাসক ড. বিশাল কুমার বলেন, আয়ুর্বেদ শুধুমাত্র একটি চিকিৎসা পদ্ধতি নয়, বরং কীভাবে সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করা যায়, সেই শিক্ষাও দেয়। দৈনন্দিন জীবনে সহজলভ্য বিভিন্ন উপাদান ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপনের বার্তা দেয় আয়ুর্বেদ।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে দূষণসহ বিভিন্ন কারণে মানুষের জীবনযাত্রায় নানা পরিবর্তন এসেছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়েও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে জীবনযাত্রায় প্রাকৃতিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়ুর্বেদ সম্পর্কে শিক্ষা ও সচেতনতা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

জেলা শাসক আরও জানান, আয়ুর্বেদের প্রসারে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। আয়ুর্বেদকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে শিক্ষা, গবেষণা ও সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এদিনের পদযাত্রা ও মেলার আয়োজনের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এবং আয়ুর্বেদ বিভাগের আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

## নিখোঁজ ছাত্রকে ১২ ঘণ্টায় উদ্ধার

চড়িলাম, ২০ সেপ্টেম্বর: বাইক নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একাদশ শ্রেণির ছাত্র জুয়েল মিয়াকে মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিল বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় নিখোঁজ ছাত্রকে ফিরে পেয়ে স্বস্তি ফিরেছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। পুলিশের এই সাফল্যে খুশি গুলিরাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দারাও।

জানা গেছে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত গুলিরাইবাড়ি এলাকার নিজ বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায় একাদশ শ্রেণির ছাত্র জুয়েল মিয়া। এরপর দীর্ঘ সময় বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর জুয়েলের অভিভাবক বাচ্চু মিয়া বিশ্রামগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই নিখোঁজ ছাত্রের সন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ। বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মার নেতৃত্বে শুরু হয় তদন্ত ও অনুসন্ধান।

তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ বিশালগড়ের লালসিংমুড়া এলাকায় নুর আলম মিয়ার বাড়িতে পৌঁছে জুয়েল মিয়াকে বাইকসহ উদ্ধার করে। পরে তাঁকে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

নিখোঁজ হওয়ার পর দ্রুততার সঙ্গে ছাত্রকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ায় বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা-সহ পুলিশকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন জুয়েলের পরিবারের সদস্যরা। পুলিশের তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই নিখোঁজ ছাত্রের সন্ধান মেলায় এলাকাতেও স্বস্তি ফিরে এসেছে।

## পাথর বোঝাই লরির চাকায় হাত থেঁতলে গুরুতর আহত সহচালক, মামলা

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: পাথর বোঝাই লরির চাকায় হাত থেঁতলে গুরুতর আহত হয়েছেন এক সহচালক। ঘটনাটি ঘটেছে ফটিকরায় থানার অন্তর্গত কৈলাসহর-কমলপুর বিকল্প জাতীয় সড়কের ফটিকছড়া স্কুলের সামনে। আহত সহচালক শান্তি দেবনাথ (৫৫) বর্তমানে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গেছে, গত ১৪ আগস্ট ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ফটিকছড়া স্কুলের সামনে রাস্তার পাশে একটি পাথর বোঝাই লরি দাঁড়িয়েছিল। ওই লরির সহচালক শান্তি দেবনাথ তখন গাড়ি থেকে প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিটার দূরে রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন বলে জানা যায়।

অভিযোগ, সেই সময় লরিটি চালানোর সময় চালক জয়দেব ঘোষের অসাবধানতায় গাড়ির চাকা শান্তি দেবনাথের হাতের উপর দিয়ে চলে যায়। লরিটির নম্বর টিআর-০১-এ-১৬৪২ এবং এটি একটি ১২ চাকার পাথর বোঝাই লরি বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় শান্তি দেবনাথের হাত সম্পূর্ণভাবে থেঁতলে যায়। আহত অবস্থায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গত ১৪ আগস্ট থেকে তিনি আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত সহচালকের পরিবারের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর অভিযুক্ত চালক জয়দেব ঘোষ তাঁর কোনও খোঁজখবর নেননি এবং চিকিৎসার জন্য কোনও ধরনের সহযোগিতাও করেননি। জয়দেব ঘোষের বাড়ি আগরতলার কাশীপুর এলাকায় বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় আহত শান্তি দেবনাথের স্ত্রী সুচিত্রা দেবনাথ, ২০ সেপ্টেম্বর তেলিয়ামুড়া থেকে ট্রেনে এসে ফটিকরায় থানায় উপস্থিত হন। পরে তিনি অভিযুক্ত চালক জয়দেব ঘোষের বিরুদ্ধে লিখিত মামলা দায়ের করেন। ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং দায় কার, তা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

## নাবালিকাকে উদ্ধারে অভিযুক্তের বাড়িতে পুলিশের অভিযান, পুলিশের গাড়ি দেখেই জঙ্গলে পালাল অভিযুক্ত

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে মামলা দায়েরের পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার এবং নাবালিকাকে উদ্ধারের জন্য তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত খাশিয়ামঙ্গল দয়ারামপাড়া এলাকায় অভিযান চালাল আমতলী থানার পুলিশ। তবে পুলিশের গাড়ি দেখতে পেয়ে নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়েও তাদের সন্ধান পায়নি পুলিশ।

জানা গেছে, প্রায় ১০ দিন আগে আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার ১৪ বছর বয়সি এক নাবালিকাকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে অপহরণের অভিযোগ ওঠে তেলিয়ামুড়া থানার খাশিয়ামঙ্গল দয়ারামপাড়া এলাকার বাসিন্দা রবি দেববর্মার ছেলে জনি দেববর্মার বিরুদ্ধে। ঘটনার পর নাবালিকার বাবা আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ পাওয়ার পর নাবালিকাকে উদ্ধার এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য তদন্ত শুরু করে আমতলী থানার পুলিশ। রবিবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমতলী ও তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযুক্তের বাড়িতে অভিযান চালায়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দূর থেকে পুলিশের গাড়ি দেখতে পেয়েই অভিযুক্ত জনি দেববর্মা নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। এরপর পুলিশ দীর্ঘক্ষণ ধরে দয়ারামপাড়া এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালালেও অভিযুক্ত ও নাবালিকার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এদিনের অভিযানে নেতৃত্ব দেন আমতলী থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর গোপাল দাস। অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মায়ের কাছেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে। অভিযুক্ত নাবালিকাকে নিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে বলে জানা সত্ত্বেও কেন বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়নি, তা জানতে চায় পুলিশ। তবে এ বিষয়ে অভিযুক্তের বাবা-মা কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি বলে জানা গেছে।

এদিকে, সাংবাদিকদের ক্যামেরার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভাতার আবেদন বৃদ্ধ জনজাতি দম্পতির, পরের জমিতে কাজ করেই চলছে সংসার

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: বয়সের ভারে শরীর নুয়ে পড়েছে, চোখের দৃষ্টিশক্তিও অনেকটাই কমে গিয়েছে। তবুও অভাবের তাড়নায় আজও পরের জমিতে কাজ করে সংসার চালাতে হচ্ছে এক বৃদ্ধ জনজাতি দম্পতিকে। সরকারি সহায়তা ও ভাতার আশায় এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাত জোড় করে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

ঘটনাটি জম্পুইজলা ব্লকের চিকনছড়া ভিলেজের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মুরারীপাড়া এলাকার। স্থানীয় বাসিন্দা ৭০ বছর বয়সী চন্দ্র কুমার দেববর্মা এবং তাঁর ৬৫ বছর বয়সী স্ত্রী সুখিনি দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ।

বৃদ্ধ দম্পতির দাবি, এখনও পর্যন্ত তাঁদের নামে ঘর ভাতা কিংবা বিপিএল কার্ডকোনও সরকারি সুবিধাই হয়নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজনেরই চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে এসেছে। শারীরিক সক্ষমতাও আগের মতো নেই। কিন্তু সংসার চালানোর জন্য বাধ্য হয়েই অন্যের জমিতে শ্রমিকের কাজ করতে হচ্ছে তাঁদের।

অভাবের সংসারে নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটানোই কঠিন হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে সরকারি সহায়তার আশায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বার্ধক্য ভাতা এবং প্রয়োজনীয় সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের আবেদন জানিয়েছেন চন্দ্র

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ইউপিআই লেনদেন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: ইউপিআই লেনদেনে নতুন মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা এমডিআর চালুর সিদ্ধান্ত, নোটবন্দি, জিএসটি, মূল্যবৃদ্ধি এবং ত্রিপুরায় সরকারি নীতির সমালোচনা করে দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। শনিবার প্রকাশিত এই বিবৃতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরে সংগঠনটি।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তীর স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, মোদি সরকারের আমলে বিভিন্ন প্রকল্প ও নীতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক চাপ বেড়েছে। আধুনিক ও উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখানোর পাশাপাশি বাস্তবে সাধারণ মানুষের ব্যয় বৃদ্ধির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে ইউপিআই-তে নতুন এমডিআর চালুর বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে ঘোষিত কাঠামো অনুযায়ী, ১৫ অক্টোবর থেকে নির্দিষ্ট মার্চেন্টদের ক্ষেত্রে ২,০০০ টাকার বেশি ইউপিআই পেমেন্টে ০.৪ শতাংশ এমডিআর প্রযোজ্য হবে এবং ৭৫,০০০ টাকা বা তার বেশি লেনদেনে তা সর্বোচ্চ ৩০০ টাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে। রেল, টেলিকম, জ্বালানি ও বিমার মতো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ৫ টাকা ফ্ল্যাট এমডিআর থাকবে। এই চার্জ মার্চেন্টের উপর প্রযোজ্য হবে এবং গ্রাহকের কাছ থেকে সরাসরি নেওয়ার কথা নয়।

এই সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রশ্ন, অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা শেষ পর্যন্ত কার উপর পড়বে। সংগঠনের দাবি, সরকারি বক্তব্য অনুযায়ী এর দায় ব্যবসায়ী ও সংস্থাগুলির হলেও অতীতের অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়ের পরোক্ষ প্রভাব সাধারণ গ্রাহকদের উপর পড়েছে। তবে নতুন ইউপিআই কাঠামোতে মার্চেন্টদের কাছ থেকে নেওয়া এমডিআর গ্রাহকের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না বলে সরকারি ও এনপিসিআই-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

নোটবন্দি প্রসঙ্গেও কেন্দ্রের সমালোচনা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, নোটবন্দির ফলে সাধারণ মানুষকে হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছিল। পাশাপাশি কালো টাকা ও জাল নোট উদ্ধারের লক্ষ্য কতটা পূরণ হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

ডিজিটাল লেনদেনের প্রসঙ্গে বিবৃতিতে সাইবার জালিয়াতির বিষয়টি তুলে ধরে আমানতকারীদের অর্থের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার পাশাপাশি গ্রাহকদের সুরক্ষায় আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

জিএসটি নিয়েও সরব হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। সংগঠনের অভিযোগ, জিএসটি চালুর পর ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব সাধারণ মানুষের উপর পড়েছে। খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি ও প্যাকেটজাত পণ্যে প্রকৃত পরিমাণ কমে যাওয়ার অভিযোগও বিবৃতিতে তুলে ধরা হয়েছে।

ত্রিপুরার প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে মূল্যবৃদ্ধি এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন জনসমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি সরানোর চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবে সরকারি অর্থ ব্যয়ের সমালোচনা করা হয়েছে। রেশন ব্যবস্থায় খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ ও ভর্তুকি কমানোর অভিযোগও তুলেছে দলটি।

বিবৃতির শেষাংশে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি ছাত্র, তরুণ, যুবসমাজসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে তাদের কথিত 'পরিবর্তনের প্রক্রিয়া'কে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

## সিপাহীজলা জেলায়ও এসআইআর এর প্রস্তুতি চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর: সমগ্র রাজ্যের সাথে সিপাহীজলা জেলায়ও ১-১-২০২৭ কে ভিত্তি হিসেবে ধরে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী এই প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ এবং মুদ্রণের কাজ শুরু হবে ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে।

এই কাজ চলবে ৫ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত। বিএলওরা বাড়ি বাড়ি যাবেন ৬-১১-২০২৬ থেকে ৫-১২-২০২৬ পর্যন্ত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

**রাজ্য নির্বাচন কমিশন, ত্রিপুরা**

**বিশেষ বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত এলাকা জেলা পরিষদ-এর অন্তর্গত ভিলেজ কমিটির সাধারণ নির্বাচন-২০২৬, এ নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত সকল কর্মী যারা **Form-15** এ **Election Duty Voting (EDV)** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটদানের জন্য আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন/দিচ্ছেন তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আগামী ২২-০৯-২০২৬ এবং ২৩-০৯-২০২৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত ভোটদান সহায়তা কেন্দ্রে (ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারে) সকাল ১০ ঘটিকা থেকে বিকেল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে **(করবুক, রূপাইছড়ি, অমরপুর, অম্পি, মাতাবাড়ি ও ডম্বুরনগর ব্লক ব্যতীত)**।

করবুক, রূপাইছড়ি, অমরপুর, অম্পি, মাতাবাড়ি ও ডম্বুরনগর ব্লকের **EDV (Election Duty Voting)** প্রক্রিয়ায় ভোট ২৩-০৯-২০২৬ এবং ২৪-০৯-২০২৬ তারিখে গ্রহণ করা হবে।

অতএব সকল যোগ্য ভোটারদের নির্দিষ্ট তারিখ এবং সময়ে ভোটদান সহায়তা কেন্দ্রে (ফ্যাসিলিটেশন সেন্টারে) উপস্থিত থেকে ভোট প্রদান করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

ইতি -
সচিব,
রাজ্য নির্বাচন কমিশন
ত্রিপুরা।

**ICA/D-1018/26**

## গোল্ডেন রান - সিটি ম্যারাথন ২০২৬-এ ৫,০০০-এরও বেশি অংশগ্রহণকারী ফিটনেস, সুস্থতা, সম্প্রীতি ও ত্রিপুরার ক্রীড়া-চেতনার উদযাপন

আগরতলা, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬: স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের উদ্যোগে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল 'গোল্ডেন রান — সিটি ম্যারাথন ২০২৬'-এর তৃতীয় সংস্করণ। ত্রিপুরা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫,০০০-এরও বেশি উৎসাহী অংশগ্রহণকারী এই ৬ কিলোমিটারের ফান রানে অংশগ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য, ফিটনেস, সামাজিক সম্প্রীতি এবং ক্রীড়ার প্রতি মানুষের আগ্রহকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই বিশেষ আয়োজন।

৬ কিলোমিটারের এই ফান রানে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলা ও শহরের পাশাপাশি অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও অংশগ্রহণকারীরা যোগ দেন। এমনকি দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্য থেকেও অংশগ্রহণকারীরা এবারের গোল্ডেন রানে অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের দিন প্রবল বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়া বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালেও অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তার কোনও প্রভাব পড়েনি। ভোর থেকেই হাজার হাজার মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এবং বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সফলভাবে রান সম্পন্ন করেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ এবারের গোল্ডেন রানকে আরও স্মরণীয় করে তুলেছে।

রানটি শুরু হয় উমাকান্ত একাডেমি গ্রাউন্ড থেকে এবং শেষ হয় অ্যালবার্ট এক্কা ওয়ার মেমোরিয়াল পার্কে। রানটি পুরুষ, মহিলা এবং সিনিয়রএই তিনটি বিভাগে আয়োজন করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন বয়সের মানুষ একই মঞ্চে অংশগ্রহণ করে ফিটনেস ও সক্রিয় জীবনযাপনের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পান।

অনুষ্ঠানটির বিচার ও ক্রীড়া-সংক্রান্ত পরিচালনা ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। এর ফলে গোল্ডেন রান একটি সুসংগঠিত ও স্বীকৃত ক্রীড়া-আয়োজন হিসেবে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা লাভ করে।

অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা এবং অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। মেডিক্যাল সাপোর্ট, অ্যাম্বুলেন্স, পানীয় জল ও হাইড্রেশন সুবিধা, রুট ম্যানেজমেন্ট সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। বিশেষ করে ত্রিপুরার যুবসমাজের মধ্যে গোল্ডেন রানকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর অংশগ্রহণে পুরো অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় এক প্রাণবন্ত ফিটনেস ও কমিউনিটি সেলিব্রেশনে। ত্রিপুরার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি গোল্ডেন রানকে ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য কমিউনিটি স্পোর্টিং ইভেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করছে।

রান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas